তথাকথিত আহলে হাদীস ও ডা. জাকির নায়েক কর্তৃক প্রচারিত
“নামাযে নারী ও পুরুষ এক ও অভিন্ন” বিভ্রান্তির অবসানে শরয়ী সমাধান

সহীহ হাদীস ও ইসলামী ফিক্‌হের আলোকে

নামাযে নারী ও পুরুষের ব্যবধান

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা :
মুফতী আযম বাংলাদেশ
আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা. বা.
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও মুফতী
দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
প্রধান মুফতি, জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া
আল্লামা বানূরী টাউন করাচী, পাকিস্তান।

রচনায়:
হাফেয মাওলানা মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

www.almodina.com

সহীহ হাদীস ও ইসলামী ফিক্‌হের আলোকে

নামাযে নারী ও পুরুষের ব্যবধান

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনাঃ
মুফতীয়ে আযম বাংলাদেশ
আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা. বা.
রচনায়ঃ
হাফেয মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী
অধ্যয়নরত: উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ
আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮১২-৫১৯৫৮৯, ০১৯১৭-০৭২৯৩৫

সর্বস্বত্বঃ
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক:
জনাব অলিয়ার রহমান স্মরণে
মুফতি অহিদ ইসলামী গবেষণাগার কৈখালী, সদর, যশোর।
প্রকাশকাল:
২১ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ ইংরেজী, ২০ রবিউল আওয়াল ১৪৩৪ হিজরী
কম্পিউটার: মুহাম্মাদ সাইদুর রহমান (শাকীল)
প্রচ্ছদ: সোহেল আরেফীন জুয়েল
মূল্যঃ ৭০ (সত্তর) টাকা মাত্র।
বইটি পড়তে ভিজিট করুন
www.kafelaehaque.com

Sohih Hadis O Islami Fikher Aloke Namaje Nari O Purusher Bebodhan
By: **Hafiz Mufti Wakil Uddin Jessoree**
Student : Department of Higher Hadith Research.
Al Jamiatul Ahlia Darul Ulum Muinul Islam (Arabic University) Hathazari, Chittagong.
Price : 70/- Tk Only.

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় আব্বু, যিনি আমার জন্মের চার মাস পনের দিন পর থেকে নির্যাতনের শিকার হয়ে আজও কোন দূর অজানায় বন্দী রয়েছেন। যার দেখা আমি আজও পাইনি, জীবনে যাকে একটি বারের জন্য আব্বু বলেও ডাকতে পারিনি।

আর স্নেহময়ী আম্মু, যিনি আঁধার রাতে মহান আল্লাহর দরবারে কাতর কণ্ঠে সিক্ত নয়নে আমাদের ইহকাল ও পরকালের শান্তি প্রার্থনা করেন।

হে আল্লাহ! সামান্য এ প্রয়াসটুকু তোমার দু'বান্দা-বান্দীর উদ্দেশ্যে তোমার কদমে উৎসর্গিত।

হে আল্লাহ! তুমি আমার আব্বুকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দাও এবং তাদের উভয়কে সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দান কর। আমিন।

অকিল উদ্দিন
২ নভেম্বর ২০১২ ঈসায়ী
১০ মুহাররম ১৪৩৪ হিজরী
রাত ৯:৫০ মিনিট

. সূচীপত্র .

ইং	ডবষয়	পৃষ্ঠা
০১.	আল্লামা শাহ্ আহমদ শফি দা. বা. এর অভিমত ও দু'আ	০৬
০২.	আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা. বা. এর ভূমিকা	০৭
০৩.	আল্লামা ফুরকান আহমদ সাতকানবী দা. বা. এর অভিমত ও দু'আ	১০
০৪.	হাফেয মুফতী অহিদুর রহমান দা.বা. এর অভিমত	১২
০৫.	লেখকের কথা	১৩
০৬.	গায়রে মুকাল্লিদগণ ও ডা. জাকির নায়েক-এর দাবীর অনুকূলে পেশকৃত হাদীসের প্রেক্ষাপট ও তার জবাব	১৬
০৭.	হাদীসের সংজ্ঞা	১৯
০৮.	সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা	২০
০৯.	হাসান হাদীসের সংজ্ঞা	২১
১০.	মুরসাল হাদীসের সংজ্ঞা	২১
১১.	হাদীস শাস্ত্রেও নারী ও পুরুষের নামাযের পার্থক্য বিদ্যমান	২২
১২.	ফরয নামাযের জন্য পুরুষগণ আযান ও ইকামত দিবে	২৪
১৩.	ফিক্হে হাম্বলী	২৫
১৪.	ফিক্হে হানাফী	২৫
১৫.	মহিলাগণ আযান ও ইকামত দিবে না	২৫
১৬.	ফিক্হে মালেকী	২৭
১৭.	ফিক্হে শাফেয়ী	২৭
১৮.	ফিক্হে হাম্বলী	২৮
১৯.	ফিক্হে হানাফী	২৮
২০.	পুরুষগণ মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করবে	২৯
২১.	ফিক্হে হানাফী	৩০
২২.	মহিলাগণ নামায আদায়ের জন্য মসজিদের জামাতে উপস্থিত হবে না বরং ঘরে একাকী নামায আদায় করবে	৩১
২৩.	ফিক্হে শাফেয়ী	৩২
২৪.	ফিক্হে হাম্বলী	৩৩
২৫.	ফিক্হে হানাফী	৩৩
২৬.	পুরুষগণের উপর জুমআর নামায ফরয	৩৪
২৭.	ফিক্হে হানাফী	৩৫
২৮.	মহিলাগণের উপর জুমআর নামায নেই এবং তার জন্য জামাতে উপস্থিতি নিষেধ	৩৫
২৯.	ফিক্হে শাফেয়ী	৩৬
৩০.	ফিক্হে হাম্বলী	৩৭
৩১.	ফিক্হে হানাফী	৩৭
৩২.	পুরুষগণ ঈদের নামায আদায় করবে	৩৮
৩৩.	ফিক্হে হানাফী	৩৯
৩৪.	মহিলাগণ ঈদের জন্য বের হবে না এবং ঈদের জামাতে উপস্থিত হবে না	৩৯

৩৫.	ফিক্‌হে শাফেয়ী	৪২
৩৬.	ফিক্‌হে হাম্বলী	৪২
৩৭.	ফিক্‌হে হানাফী	৪২
৩৮.	পুরুষগণ তাকবীরে তাহরীমার সময় দু’ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর উঠাবে	৪৩
৩৯.	ফিক্‌হে শাফেয়ী	৪৪
৪০.	ফিক্‌হে হাম্বলী	৪৫
৪১.	ফিক্‌হে হানাফী	৪৫
৪২.	মহিলাগণ তাকবীরে তাহরীমার সময় দু’ হাত বুক বরাবর উঠাবে	৪৬
৪৩.	ফিক্‌হে হাম্বলী	৪৬
৪৪.	ফিক্‌হে হানাফী	৪৭
৪৫.	পুরুষগণ তাকবীরে তাহরীমা শেষে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে হাত বাঁধবে	৪৭
৪৬.	ফিক্‌হে হাম্বলী	৪৮
৪৭.	ফিক্‌হে হানাফী	৪৮
৪৮.	মহিলাগণ তাকবীরে তাহরীমা শেষে বুকের উপর হাত বাঁধবে	৪৮
৪৯.	ফিক্‌হে হানাফী	৪৮
৫০.	পুরুষগণ রুকুর সময় পিঠ ও মাথা সোজা ও সমান্তরাল রাখবে কনুই সোজা, দু’ হাত পাঁজর থেকে দূরে রাখবে	৪৯
৫১.	ফিক্‌হে মালেকী	৫০
৫২.	ফিক্‌হে শাফেয়ী	৫০
৫৩.	ফিক্‌হে হাম্বলী	৫০
৫৪.	ফিক্‌হে হানাফী	৫১
৫৫.	মহিলাগণ রুকুতে পিঠ সামান্য বাঁকা রাখবে, হাত পাঁজরের সাথে মিলিত রাখবে	৫১
৫৬.	ফিক্‌হে হাম্বলী	৫২
৫৭.	ফিক্‌হে হানাফী	৫২
৫৮.	পুরুষগণ সিজদায় পিঠ সোজা বাহু পাঁজর থেকে দূরে কনুই জমিন থেকে উঁচু রাখবে	৫২
৫৯.	ফিক্‌হে শাফেয়ী	৫৪
৬০.	ফিক্‌হে হাম্বলী	৫৪
৬১.	ফিক্‌হে হানাফী	৫৪
৬২.	মহিলাগণ সিজদায় রানের সঙ্গে পেট, পাঁজরের সঙ্গে বাহু মিলিয়ে কনুই যমিনের সাথে লাগিয়ে রাখবে	৫৫
৬৩.	ফিক্‌হে শাফেয়ী	৫৬
৬৪.	ফিক্‌হে হাম্বলী	৫৬
৬৫.	ফিক্‌হে হানাফী	৫৬
৬৬.	পুরুষগণ সিজদা থেকে উঠে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া রাখবে	৫৭
৬৭.	ফিক্‌হে হানাফী	৫৮
৬৮.	মহিলাগণ সিজদা থেকে উঠেও উভয় পা ডান দিকে বের করে নিতম্বের উপর বসবে	৫৮
৬৯.	ফিক্‌হে হানাফী	৫৯
৭০.	পুস্তিকাটিতে যা পেলাম	৬১
৭১.	সহায়ক গ্রন্থাবলী	৬২ং

পাক-ভারত উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের অগ্রদূত, শায়খুল আরব ওয়াল আজম আওলাদে রাসূল ﷺ হযরত আল্লামা সায়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী ρ এর বিশিষ্ট খলিফা, মুসলেহে উম্মাহ, বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যা এর সম্মানিত চেয়ারম্যান, আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম এর স্বনামধন্য মহাপরিচালক ও শায়খুল হাদীস শায়খুল ইসলাম **"আল্লামা শাহ আহমদ শফি"** দা. বা. এর

অভিমত ও দু'আ

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد.

নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে ব্যবধান থাকায় স্বাভাবিক কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শরীয়তের বিধানাবলীতেও তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র কিছু পার্থক্য দিয়ে দিয়েছেন। যা প্রত্যেকের জন্য সহজসাধ্য ও মঙ্গলজনক। অসংখ্য হাদীসে পুরুষদের নামায ও নারীদের নামাযের ব্যবধান বিবৃত হয়েছে। সাহাবা যুগ থেকে সমগ্র মুসলিম জাতি এই ব্যবধানে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তারা এভাবেই আমল করতেন। মুসলিম বিশ্বের কোথাও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। কিন্তু দুঃখজনক হলো হিজরী বারশতকের পর ভারত উপমহাদেশে একদল ভ্রান্ত বিশ্বাসী ইসলামী শরীয়ার এমন ধারাবাহিক আমলকে ধ্বংসের জন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে। হাদীসের নামে অনেক শায, অপরিচিত-অপ্রচলিত হাদীস প্রবর্তনের প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে তারা অনেক সহীহ হাদীসকে অস্বীকার করছে। তাদের পরিচালিত মিডিয়ায় প্রচারণার মাধ্যমে অনেক সরলপ্রাণ মুসলমানকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পাচ্ছে। আফসোসের কথা হলো, আমাদের পক্ষ থেকে এসব অপপ্রচারের দলীলভিত্তিক দৃশ্যমান কোন জবাবী পুস্তক লেখা হয়নি। আল হামদুলিল্লাহ এই অভাব পূরণে আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর "উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ"এর ছাত্র হাফেয মুফতী অকিল উদ্দিন এগিয়ে এসেছে। সে " সহীহ হাদীস ও ইসলামী ফিক্হের আলোকে নামাযে নারী ও পুরুষের ব্যবধান" নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেছে। এর মাধ্যমে অপপ্রচারকারীদের বিভ্রান্তি নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি মনে করি।

আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি। সেই সাথে বইয়ের সংশ্লিষ্ট সকলের মঙ্গলের জন্য দোয়া করছি। আমিন ॥

আহমদ শফী

৬ সফর ১৪৩৪ হিজরী, ২০ ডিসেম্বর ২০১২ ঈসায়ী

সকাল ১১:২২ মিনিট

জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া করাচী, পাকিস্তানের সাবেক গ্রান্ড মুফতী, আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর উচ্চতর হাদীস ও ফিক্‌হের উস্তাদ ও মুফতীয়ে আযম বাংলাদেশ

আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা. বা. এর লিখিত

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد.

আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে পুরুষ ও নারী দু'টি শ্রেণীতে ভাগ সৃষ্টি করেছেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে উভয়ের জন্য এক ও অভিন্ন বিধান দিয়েছেন। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে পার্থক্যও করেছেন। আর আল্লাহ প্রদত্ত এসব পার্থক্যপূর্ণ বিধি-বিধান ও পার্থক্যহীন বিধি-বিধান সবগুলো মান্য করা প্রত্যেক নর-নারীর অবশ্য কর্তব্য।

নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষের পার্থক্যের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। বলেছেন–

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

পুরুষেরা নারীদের কর্তা। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, **وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ** আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।[২]

মুফাসসিরীনে কেরাম হাদীসের আলোকে নারী-পুরুষের পার্থক্যসমূহ বর্ণনা করেছেন। আমি আমার "ইসলাম মেঁ খাওয়াতীন কা মাক্বাম আওর কানুনে শাহাদাত" নামক কিতাবে পার্থক্যসমূহ থেকে বেশ কিছু পার্থক্য বর্ণনা করেছি। আগ্রহীগণ সেখানে দেখে নিতে পারেন।

১. সূরা নিসা: ৩৪
২. সূরা বাক্বারা: ২২৮

কুরআনে কারীম মহিলাদেরকে গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করার নির্দেশ প্রদান করেছে– وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে। প্রাচীন যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না।[৩] এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, মহিলারা ঘরে থাকবে। শরয়ী প্রয়োজন কিংবা শরীয়ত অনুমোদিত প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বেরুবে না। কিন্তু পুরুষদেরকে এ হুকুম দেওয়া হয়নি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ আপনার পূর্বে আমি পুরুষদের প্রেরণ করেছি। যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম।[৪] মুফাসসিরীনে কেরামের ভাষ্য মতে কুরআনে কারীমের মূলনীতি সম্বলিত উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কেবল পুরুষরাই নবী হতে পারবেন, মহিলারা নয়। পুরুষেরা ইমাম হবার উপযুক্ত, নারীরা নয়। পুরুষেরা ইসলামী দন্ডবিধি হুদুদ এবং কেসাসে সাক্ষী হতে পারেন, নারীরা নয়। নারীরা পুরুষ (স্বামী) দের বিছানা স্বরূপ। মহিলারা সন্তানের জননী, গৃহাভ্যন্তরের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদনকারী। পুরুষের উপর জিহাদ ফরয। পক্ষান্তরে মহিলার উপর “নফীরে আম” ছাড়া ফরয নয়। পুরুষের উপর মাহরাম ছাড়াই হজ্জ করা ফরয। অন্যদিকে মহিলার মাহরামের শর্তে হজ্জ ফরয। নতুবা বদলি হজ্জ করাবে। প্রয়োজনবশত: পুরুষের কোর্টে গিয়ে সাক্ষী দেয়া ওয়াজিব, মহিলার উপর বাধ্য হয়ে সাক্ষী দিতে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে, নতুবা নয়। এ ধরণের আরো অনেক ক্ষেত্রেই শরীয়ত পুরুষ ও নারীর উপর আলাদা আলাদা বিধি-বিধান আরোপ করেছে।

ইসলামী শরীয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ “ইবাদত” নামাযের মধ্যেও নারী-পুরুষের কিছু পার্থক্য রয়েছে। এর মধ্যে কিছু পার্থক্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন। হাদীসের কিতাবসমূহে যা বিদ্যমান রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায়রত দুই মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- “যখন তোমরা সিজদা করবে তখন শরীর যমিনের সাথে মিলিত রাখবে। কেননা এক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের অনুরূপ নয়।[৫] এ থেকে প্রমাণিত হয় “নামাযে পুরুষ ও মহিলা সমান নয়” বরং এতে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

---

[৩]. সূরা আহযাব- আয়াত: ৩৩

[৪]. সূরা আম্বিয়া- আয়াত: ৭

[৫]. মারাসীলে আবী দাউদ- পৃ. ৮, নামাযের সময় ঘুমানো পরিচ্ছেদ।

কিন্তু তথাকথিত গায়রে মুকাল্লিদীন ও হাদীস অমান্যকারীদের দাবী "পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের নিয়ম এক ও অভিন্ন" যা সম্পূর্ণ ভুল, বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এসব বিভ্রান্তি ছাগল ও কুকুর-শুকরের মাঝে বাহ্যিক সাদৃশ্যের কারণে সবগুলোকে হালাল বলার মত।

পবিত্র শরীয়ত পুরুষ ও মহিলাদের নামাযে পার্থক্য বর্ণনা করেছে। যদি তারা না মানে, তবে তা তাদের জ্ঞানের স্থূলতা ও বুদ্ধির দুর্বলতা কিংবা অপ্রতুলতারই পরিচায়ক। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সঠিক জ্ঞান ও বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত করেছেন। এ বিষয়ে "উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ" এ অধ্যয়নরত, আমার প্রিয় ছাত্র, তরুণ আলেম হাফেয মুফতী অকিল উদ্দিন পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত "সহীহ হাদীস ও ইসলামী ফিক্‌হের আলোকে নামাযে নারী ও পুরুষের ব্যবধান" নামে একখানা কিতাব লিখেছে। যাতে সহীহ হাদীস এবং ফিক্‌হে ইসলামীর চার মাযহাব হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী মাযহাবের গ্রহণযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে দলীলভিত্তিক পুরুষ ও মহিলার নামাযের পার্থক্য বর্ণনা করে একটি প্রমাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছে। যাতে সন্দেহ পোষণকারীদের সকল সংশয়, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে সক্ষম বলে আমি মনে করি। আল্লাহ তায়ালা এই কিতাব এবং লেখককে কবুল করুন। তাকে আরো প্রমাণসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করে জাতির খেদমত করার তৌফিক দান করুন। আমিন ॥

أمين يارب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وأله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين.

বান্দা মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম চাটগামী

১০ মুহাররম ১৪৩৪ হিজরী

২৬ নভেম্বর ২০১২ ঈসায়ী

সকাল ১১:০৩ মিনিট

আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম এর সম্মানিত মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির, বিশিষ্ট গবেষক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা হযরতুল আল্লাম আলহাজ্ব **মাওলানা ফুরকান আহমদ সাতকানবী** দা. বা. এর

অভিমত ও দু'আ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد.

ইসলাম সর্বকালের অবিকৃত ও সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এ ধর্ম নিয়ে ষড়যন্ত্র অতীতেও সফল হয়নি, সামনেও হবেনা। ফিৎনা, অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি পূর্বেও ছিল, সামনেও থাকবে । তবে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَّأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ.

"যা অগাছা তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে রয়ে যায়"[৬]

সাম্প্রতিক কালের ফিৎনাসমূহের মাঝে তথাকথিত আহলে হাদীস ফিৎনা অন্যতম। এ মতবাদের মৌলিক ধারাসমূহ আমি 'মুক্তির পথ ও ভ্রান্ত মতবাদ' নামক বইতে আলোচনা করেছি। তাদের বিভ্রান্তি সমূহের মাঝে একটি হল- শরীয়তের আলোকে প্রমাণিত খায়রুল কুরূন থেকে প্রচলিত, প্রাকৃতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও বিবেকের কাছে স্বীকৃত নারী-পুরুষের পার্থক্যকে বিলুপ্ত করে নামাযে উভয়ের মাঝে অভিন্ন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা। তাদের দাবী 'পুরুষ যেভাবে নামায আদায় করে নারীও অনুরুপ পদ্ধতিতে নামায আদায় করবে'। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন-

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْانِيْ أُصَلِّيْ.

'তোমরা নামায আদায় কর যেভাবে আমাকে নামায আদায় করতে দেখছ'।[৭] এ হাদীস সম্পর্কে লেখক কিতাবে আলোচনা করেছে। তাদের কাছে আমার শুধু প্রশ্ন হল- এ হাদীস রাসূল ﷺ থেকে যারা সর্বপ্রথম শুনেছেন তারা তথা সাহাবীরা এ হাদীসের মর্ম কী বুঝেছেন ?

তারা বিষয়টি তলিয়ে দেখার সামান্য গরজ বোধও করেনি। অথচ একটু অনুসন্ধান করলেই তারা সাহাবীদের থেকে নারী-পুরবষের নামাযের মাঝে পার্থক্য নির্দেশ উক্তি পেয়ে যেত। শুধু সাহাবী কেন রাসূল ﷺ-কী নারী-পুরুষের নামাযের পার্থক্য সম্পর্কে কিছুই বলেন নি?

এসব সুস্পষ্ট প্রমাণাদী বাদ দিয়ে তারা খুঁজে বের করেছে মহিলা তাবেয়ী উম্মে দারদা রহ. এর আমল।

وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِيْ صَلاَتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ.

---

৬. সূরা রা'দ আয়াত : ১৭।

৭. বুখারী শরীফ- ১/৮৮ হা. ৬২২, আযান অধ্যায় মুসাফিরের জন্য নামাযের জামাতে আযান ও ইকামত পরিচ্ছেদ।

www.almodina.com

তিনি নামাযে পুরুষের মত বসতেন।[৮] ব্যাস এতটুকুতেই প্রমাণিত হয়ে গেল যে, নারী-পুরুষের নামাযে কোন পার্থক্য নেই। উম্মে দারদা রহ. পার্থক্য অবলম্বন করেননি। কিন্তু তাদের গবেষণার দৌড় এ পর্যন্ত পৌঁছেনি, যে পার্থক্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগনের হাদীসে রয়েছে। আর পার্থক্য অবলম্বন করেননি একজন তাবেয়ী। তাও আবার শুধু বসার ক্ষেত্রে। শুধু বসার ক্ষেত্রে কীভাবে পার্থক্যহীন আমলের দ্বারা পুরো নামাযের পার্থক্যকে অস্বীকার করা যায় ?

এছাড়া হাদীসটি তাদের অনুকূলে নয় বরং প্রতিকূলে। কেননা এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, তিনি নামাযের অন্যান্য অংশে পুরুষের পদ্ধতি অবলম্বন করতেন না। অন্যথায় বিশেষভাবে বসার কথা কেন বলা হলো?

এও বুঝা যায় যে, অন্যান্য মহিলারা বসার ক্ষেত্রেও পুরুষের পদ্ধতি অবলম্বন করতেন না। অন্যথায় শুধু উম্মে দারদার রহ. কথা কেন বলা হল? মোটকথা তাঁর এ অমলটি ছিল ব্যতিক্রম এবং তা হয়ত কোন কারণ বশত!

যাহোক, না দেখার জন্য যে চোখ বন্ধ করেছে, শত চেষ্টা করেও তাকে দর্শন করানো সম্ভব নয়। তবে সরলমনা মুসলমান প্রতিনিয়ত তাদের ধাঁধাঁর শিকার হয়েছেন। অনেক সময় বিশেষত: ওয়ায-মাহফিলে গিয়ে এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। তখন আলোচনা করেছি এবং উত্তরও দিয়েছি, কিন্তু সর্বদিক বিবেচনায় এ সংক্রান্ত বই-পুস্তক ব্যপকাকারে প্রচার-প্রসার হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম। ইতোমধ্যে একদিন দারুল উলূম হাটহাজারীর "উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ" এ অধ্যয়নরত ও আমার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন, স্নেহাস্পদ 'হাফেয মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী' একটি পান্ডুলিপি নিয়ে এসে এক নযর দেখে দেয়ার আব্দার করল। হাতে নিয়ে দেখি "সহীহ হাদীস ও ইসলামী ফিক্‌হের আলোকে নামাযে নারী ও পুরুষের ব্যবধান"। দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। অন্তর থেকে দু'আ করেছি এবং সেখানে কিছু সংশোধন ও কিছু পরামর্শও দিয়েছি।

মাশাআল্লাহ। সে একটি সময়োপযোগী খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে। নামাযে নারী-পুরুষের ব্যবধানগুলো চিহ্নিত করে সহীহ হাদীস ও ইসলামী ফিক্‌হের আলোকে সুন্দরভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। আশা করি এ বই দ্বারা অনেক বড় একটি ফিৎনা নির্বাপিত হবে এবং সাধারণ মানুষ এ বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাবে। আল্লাহ পাক লেখক, পাঠকসহ আমাদের সকলকে কবুল করুন এবং লেখককে বেশী বেশী দ্বীনি খেদমত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ফুরকান আহমদ সাতকানবী
১৭ রবিউল আওয়াল ১৪৩৪ হিজরী
২৯ জানুয়ারী ২০১৩ ঈসায়ী
রাত ১১: ৪৫ মিনিট

[৮]. বুখারী শরীফ ১/১১৪, আযান অধ্যায়, তাশাহুদে বসার সুন্নাত পরিচ্ছেদ।

জামিয়া আরাবিয়া দারুল আরকাম যশোর এর সম্মানিত মুহাদ্দিস ও উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী বিদ্যাপিঠ আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর স্বনামধন্য মহাপরিচালক ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া (কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড) বাংলাদেশ এর সম্মানিত চেয়ারম্যান আল্লামা শাহ আহমদ শফি দা. বা. এর সুযোগ্য খলীফা,

হাফেয মুফতী অহিদুর রহমান দা. বা. এর

অভিমত

حـــامدا ومصليا ومسلما أما بعد.

আমাদের এ উপমহাদেশে দুইশ' বছর আগে ইংরেজ সৃষ্ট একটি ফেরকার আবির্ভাব ঘটে। যারা হাদীসের নামে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস চালায়। ইতিহাস থেকে জানা যায় তাদের নামটাও ইংরেজ সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত। ইংরেজদের আর্থিক সহায়তায় তারা ক্রমেই মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশ সমূহেও তাদের প্রচার কার্যক্রম বিস্তৃত করে। ইংরেজদের পতন ঘটলেও তাদের প্রেতাত্মারা ঠিকই রয়ে গেছে এ অঞ্চলে। তাদের মানুষকে বিভ্রান্ত করণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। তাদের বহুবিধ অপপ্রচারের এটাও একটা যে, নারী ও পুরুষদের নামাযের নিয়ম এক ও অভিন্ন। উর্দু ভাষায় বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম এর বিরুদ্ধে অনেক কিতাবাদি রচনা করলেও বাংলা ভাষায় আশানুরূপ হয়নি বললেই চলে।

আল হামদুলিল্লাহ আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, এই অভাব পূরণে আমার স্নেহের ছোট ভাই হাফেয মুফতী অকিল উদ্দিন "সহীহ্ হাদীস ও ইসলামী ফিক্‌হের আলোকে নামাযে নারী ও পুরুষের ব্যবধান" নামে একটি গবেষণাধর্মী পুস্তিকা রচনা করেছে। আমার বিশ্বাস এই কিতাব সংশয়বাদীদের সন্দেহ নিরসনে যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা তিনি যেন এই পুস্তিকা এবং এর রচয়িতাকে কবুল করেন। তার লেখনীকে আরো জোরালো, ধারালো ও সুসংহত করেন। আমিন ॥

অহিদুর রহমান
২৬ নভেম্বর ২০১২ ঈসায়ী
১১ মুহাররম ১৪৩৪ হিজরী
সকাল ৭:৪৫ মিনিট

লেখকের কথা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد.

আল্লাহ তাআলা তার অপার হিকমতে মানুষকে নারী-পুরুষ দু'শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মাঝে শারীরিক, মানুষিক জ্ঞান-বুদ্ধি সহ অন্যান্য বিষয়গুলিতেও পার্থক্য করে দিয়েছেন। এমনকি শরীয়তের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রেও অনেক জায়গায় পার্থক্য করেছেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন- হে নারী জাতি! তোমরা বেশী বেশী দান করতে থাক। কেননা আমাকে তোমাদের অধিকাংশকে জাহান্নামে দেখানো হয়েছে। তারা বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! তা কেন? তিনি বললেন "তোমরা অধিক অভিসম্পাত করে থাক এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন কর। আমি তোমাদের অপেক্ষা আর কাউকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও ধর্ম-কর্মে অপরিপক্ক দেখিনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা বিচক্ষণ লোকদের বুদ্ধি হরণ করে থাক।" তারা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও ধর্ম-কর্মের মধ্যে কী অপরিপক্কতা আছে? তিনি বললেন- স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য (শরীয়ত অনুযায়ী) পুরুষ সাক্ষের অর্ধেকের সমান নয় কি? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন- এটাই তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির অপরিপক্কতার প্রমাণ। আর ঋতুবতী হলে তোমাদের কেউ নামায পড়তে পারে না ও রোযা রাখতে পারে না। তাই নয় কি? তারা বলল, হ্যাঁ, বৈ কি! তিনি বললেন, এটাই তোমাদের ধর্ম-কর্মের অপরিপক্কতার প্রমাণ।[৯]

উপর্যুক্ত হাদীসে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধি ও ধর্মের বিধি নিষেধ আরোপের দিক দিয়ে যে পার্থক্য রয়েছে, তা বিদ্যমান। এমনকি শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাযেও পার্থক্য রয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন- (নামাযে কোন বিষয় সতর্ক বা অবহিত করার জন্য) পুরুষরা তাসবীহ বলবে আর মহিলারা হাত দ্বারা শব্দ করবে।[১০]

উক্ত পার্থক্যগুলি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

---

[৯]. বুখারী শরীফ- ১/৪৪ হা. ২০৪ হায়েয অধ্যায়, হায়েয অবস্থায় নারীর রোযা না রাখা অনুচ্ছেদ।

[১০]. মুসলিম শরীফ- ১/১৮০ হা. ৪২২, নামায অধ্যায়, পুরুষের সুবহানাল্লাহ ও মহিলার হাত দ্বারা শব্দ করা পরিচ্ছেদ।

রাসূল ﷺ এর আবির্ভাবের পর থেকে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবেয়ে তাবেয়ী এভাবে যুগপরম্পরায় আজ পর্যন্ত নামাযে নারী ও পুরুষের উক্ত পার্থক্যগুলি বিদ্যমান। কিন্তু ইদানিং বিশেষ এক মহল থেকে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং শুধু পুরুষদের ক্ষেত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রচারনা চালাচ্ছে “নারী ও পুরুষ একই ভঙ্গিমায় এবং একই নিয়মে নামায আদায় করবে।” অথচ নামাযে নারী ও পুরুষের পার্থক্য সহীহ হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত।

বিগত রমযান মাসে ১৬ রমযানে তারাবীহ নামায শেষে “রমযান” নামক একজন মুসল্লি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, পুরুষ ও মহিলার নামায আদায় পদ্ধতি এক নাকি ভিন্ন? আমি বললাম, কিছুটা ভিন্ন, তা হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত। তিনি বললেন, আমার স্ত্রী তো পুরুষের মতই নামায আদায় করছে। কেননা ডা. জাকির নায়েক বলেছেন, “পুরুষ ও মহিলা একই নিয়মে নামায আদায় করবে।” তাই সে সহ অনেকে পুরুষের মত নামায আদায় করা শুরু করেছে এবং সে অনেককেও শিক্ষা দিচ্ছে। পরে তার স্ত্রী বললেন, ডা. জাকির নায়েক বলেছেন, পুরুষ ও মহিলার নামাযে পার্থক্যের কোন সহীহ হাদীস নেই বরং তারা একই নিয়মে, একই ভঙ্গিমায় নামায আদায় করবে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী? আমি বললাম কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। কেননা হাদীসেই পার্থক্যগুলি বিদ্যমান রয়েছে। তখন তিনি বললেন, হাদীসে থাকলে তো ঠিক আছে, আমি একটু দেখতে চাই। তখন পুরুষ ও মহিলার নামাযের পার্থক্য সম্পর্কে একটি পুস্তিকা রচনা করার আশা ব্যক্ত করেছিলাম এবং আমি ও আমার সহপাঠী মাওলানা সাইফুল্লাহ কর্তৃক যৌথভাবে লিখিত “সহীহ হাদীসের আলোকে নামায আদায়ের পদ্ধতি” নামক বইয়ের পাণ্ডুলিপি থেকে নামাযে নারী-পুরুষের পার্থক্যগুলি দেখে সে তার ভুল বুঝতে পারে এবং পার্থক্যগুলি মেনে নেয়। সাথে সাথে নারীদের পার্থক্যপূর্ণ বিশেষ পদ্ধতিতেই নামায আদায় করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। একথা শুনার পর আমার বইটি লিখার ইচ্ছা আরো প্রবল হয়। কেননা এ ধরণের বই দ্বারা মানুষ উপকৃত হওয়ার বিষয়টি আমি প্রত্যক্ষ অবলোকন করেছিলাম বলে কাজ শুরু করি এবং আল্লাহর দয়া ও সকলের দু'আ এবং উস্তাদের দিক নির্দেশনা ও সাথীদের সহযোগিতায় বইটির কাজ শেষ হয়েছে। আল হামদুলিল্লাহ! “বইটি লিখার ক্ষেত্রে আমার প্রাণপ্রিয় উস্তাদ মুফতীয়ে আযম বাংলাদেশ “মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী” দা. বা. এর অসুস্থতা ও শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে সময় দিয়েছেন, দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, যথাসাধ্য নির্ভুল করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আল্লাহ পাক তাকে সুস্থতা দান করুন ও উত্তম বিনিময় দান করুন।”

আমার সহপাঠী ও বন্ধুগণ ও আমাকে পরামর্শ ও সাহস যোগান, দু'আ সহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষত: হাফেয মাওলানা আব্দুল মান্নান। এছাড়াও মাওলানা সাইফুল্লাহ, ইমরান হাবীব ও আবুল কাসেম এর কথা লিখতেই

হয়। মুফতী রুহুল্লাহ নোমানী ভাইয়ের নাম একটু পৃথক করেই বলতে হয়। কেননা কিতাবটির পিছনে তার অসামান্য অবদান রয়েছে।

সর্বোপরি কিতাবটি পাঠকের হাতে পৌঁছতে যাদের সামান্য সহযোগিতাও রয়েছে, তাদের সকলের প্রতি অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা ও দু'আ থাকল। বিজ্ঞ পাঠক মহলের কাছে নিবেদন ভাষাগত কিংবা তথ্যগত কোন ভুল ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে অনুগ্রহ পূর্বক অধমকে অবহিত করবেন। আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিব। ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার এই পুস্তিকা কবুল করেন ও সকলের জন্য উপকারী এবং আমার নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিন। আমিন।

অকিল উদ্দিন

০৬-০২-১৪৩৪ হিজরী

২০-১২-২০১২ ঈসায়ী

সকাল ৮:৩৪ মিনিট

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد.

মহান রাব্বুল আলামিন মানুষকে নারী ও পুরুষ দু'টি শ্রেণীভাগে সৃষ্টি করেছেন। উভয়কে তার বিধি-বিধান পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর উক্ত বিধানাবলিতে নারী ও পুরুষে অনেক জায়গায় এক ও অভিন্ন এবং অনেক জায়গায় কিছু পার্থক্য রয়েছে। শরীয়তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাযের মধ্যেও নারী-পুরুষের পার্থক্য বিদ্যমান। উক্ত পার্থক্যগুলো সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ থেকে অদ্যাবধি উক্ত পার্থক্যগুলি উম্মাহ্‌র আমলের মধ্যে বিদ্যমান। মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ পার্থক্য বর্ণিত হাদীসসমূহ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইদানিং তথাকথিত আহলে হাদীস ও ডা. জাকির নায়েক বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন যে, পুরুষ-মহিলাদের ছালাতের (নামাযের) মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই।[১১] পুরুষ আর মহিলা নামায পড়বে একই নিয়মে, আর একই ভঙ্গিমায়।[১২]

এ বিষয়ে পুরুষদের ক্ষেত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা তারা প্রচারনা চালাচ্ছে, যে নারী–পুরুষের নামাযের পদ্ধতি এক ও অভিন্ন। যা জনগনের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ানো বৈ কিছুই নয়।

গায়রে মুকাল্লিদগণ ও ডা. জাকির নায়েকের দাবীর অনুকূলে পেশকৃত হাদীসের প্রেক্ষাপট ও তার জবাব:

তাদের দাবি, পুরুষ ও মহিলা একই নিয়মে নামায আদায় করবে। এতে উভয়ের মাঝে কোন ভিন্নতা নেই।

ডা. জাকির নায়েক বলেন– *"সত্যি বলতে এমন একটা সহীহ হাদীস ও নেই, যেটা বলছে যে মহিলারা পুরুষদের চাইতে আলাদা নিয়মে তাদের নামায আদায় করবে"। আর আপনারা যদি সহীহ বুখারী পড়েন ১নং খন্ড সালাতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কিতাবে ৬৩ নং অধ্যায় এ উম্মে দারদা রাযি. তিনি তাশাহুদে বসেছিলেন পুরুষদের মতো করে। আর তিনি ছিলেন এমন একজন, যিনি ধর্মীয় বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। আমার বক্তব্যের আগেও বলেছি সহীহ বুখারীর ১নং খন্ডে বুক অভ আযান এর ১৮ নং অধ্যায়ের ৬০৪ নং হাদীসে, ৯নং খন্ডের ৩৫২ নং হাদীসে আছে যে,*

[১১]. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)- পৃ. ১৪৩, ছালাতের বিবিধ জ্ঞাতব্য ৬. মহিলাদের ছালাত ও ইমামত।

[১২]. ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র- ২/১১৮, সালাত (নামায) প্রশ্নোত্তর পর্ব।

নবীজী বলেছেন, "ইবাদত করো যেভাবে আমাকে ইবাদত করতে দেখেছ।" অর্থাৎ পুরুষ আর মহিলা নামায পড়বে একই নিয়মে, আর একই ভঙ্গিমায়।[১৩]

এখন আমরা তাদের পেশকৃত দলীলের বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

তাদের দাবীর প্রথম দলীল:

وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِيْ صَلاَتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقِيْهَةً.

উম্মে দারদা রহ. নামাযে পুরুষদের মত বসতেন এবং তিনি ফকীহা ছিলেন।[১৪]

উম্মে দারদা রহ. তিনি হলেন একজন তাবেয়ী। আর উল্লেখিত বর্ণনায় " **وكانت فقيهة**" 'তিনি ফকীহা ছিলেন'। এটি ইমাম বুখারীর উক্তি।

আর ইমাম বুখারী রহ. মৃত্যু ২৫৬ হিজরী এর নিয়ম হলো, কোন একক তাবেয়ীর আমল দ্বারা দলীল পেশ করেন না, যদিও তার বিষয়ের স্বপক্ষে হয়। আর ইমাম বুখারী রহ. মৃত্যু ২৫৬ হি. উম্মে দারদা রহ. এর আমল দ্বারা দলীল পেশ করার জন্য আনেননি।[১৫]

আসলে ইমাম বুখারী রহ. মৃত্যু ২৫৬ হি. যে, উম্মে দারদা রহ. এর আমলের বর্ণনা সনদবিহীন (তা'লীকান) উল্লেখ করেছেন , সেটি দ্বারাই প্রমাণীত হয় যে, পুরুষ ও মহিলার বসার পদ্ধতি ভিন্ন। কেননা جِلْسَةَ الرَّجُلِ "পুরুষের মত বসা" কথাটির অর্থ হল, নারী ও পুরুষের বসার পদ্ধতি ভিন্ন। অন্যথায় 'পুরুষের মত বসতেন' বলা হতো না। এতে বুঝা যায় পুরুষের বসার পদ্ধতি ভিন্ন ছিল। আর তিনি সে পদ্ধতিতে বসেছেন। এ কারণেই উক্ত ব্যতিক্রমী ঘটনা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। আর তিনি কেবল নামাযে বসার ক্ষেত্রে পুরুষের মত বসেছেন, অন্য ক্ষেত্রে তিনি পুরবষের অনুকরণ করেননি। সে কারণেই তা বর্ণিত হয়নি। অতএব, উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা নামাযে নারী-পুরুষ এক ও অভিন্ন সেটিও প্রমাণিত হয় না।

তাদের দাবির দ্বিতীয় দলীল:

তারা বলেন– *রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নারী পুরুষ সকলের উদ্দেশ্যে বলেন*[১৬]-

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

অর্থাৎ তোমরা যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ, সেভাবে নামায পড়বে।[১৭]

---

[১৩]. ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র- ২/১১৭ –১১৮, সালাত (নামায) প্রশ্নোত্তর পর্ব।

[১৪]. বুখারী শরীফ-১/১১৪ আযান অধ্যায়, তাশাহুদে বসার সুন্নাত পরিচ্ছেদ।

[১৫]. ফাতহুল বারী- ২/৩৯৫, আযান অধ্যায়, তাশাহুদে বসার সুন্নাত পরিচ্ছেদ।

[১৬]. ছালাতুর রাসূল ﷺ- পৃ: ১৪৩, ছালাতের বিবিধ জ্ঞাতব্য ৬. মহিলাদের ছালাত ও ইমামত।

[১৭]. বুখারী শরীফ ১/৮৮ হা. ৬২২, আযান অধ্যায়, মুসাফিরের জন্য নামাযের জামাতে আযান ও ইকামত পরিচ্ছেদ।

এখন আমরা উক্ত হাদীসটি নিয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

হাদীসটির প্রেক্ষাপট: হাদীসটি পুরুষদের প্রতি লক্ষ করে বলা হয়েছে, যেমন পূর্ণ হাদীস।

عَنْ مَالك أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مُتَقَارِبُوْنَ فَأَقَمْنَا عِنْدَه عِشْرِيْنَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيْمًا رَفِيْقًا فَلَمَّا ظَن إِنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْقَد اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ ارْجِعُوْا إِلي أَهْلِيْكُمْ فَأَقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَاأَوْ لَا أَحْفَظُهَا وَ صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

১নং হাদীস: হযরত মালেক I থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ এর খেদমতে হাজির হলাম। আমরা সকলে প্রায় সমবয়সী যুবক ছিলাম। রাসূল ﷺ এর খেদমতে আমরা বিশদিন অবস্থান করেছিলাম। রাসূল ﷺ দয়ালু এবং কোমল প্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অনুভব করলেন, আমরা নিজেদের পরিবার-পরিজনদের জন্য উৎসূক হয়ে পড়েছি। তখন তিনি আমাদের পিছনে রেখে আসা পরিবারের কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমরা তাকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনদের নিকট ফিরে যাও, তাদের সাথে অবস্থান কর। আর তাদেরকে দ্বীন শিখাবে এবং ভাল কাজ ও ভাল কথার নির্দেশ দিবে। তিনি আরও কিছু বিষয়ের উল্লেখ করলেন। হযরত মালেক I বলেন বিষয়গুলো হয়ত আমার স্মরণ আছে বা সবগুলো মনে নাও থাকতে পারে। অতঃপর রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ সেভাবে নামায পড়বে। অত:পর যখন নামাযের সময় হবে তোমাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি আযান দিবে। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (দ্বীনদারী বা বয়সের দিক দিয়ে) বড় সে তোমাদের ইমামতি করবে।[১৮]

উক্ত হাদীসে পুরুষদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ সেভাবে নামায আদায় করবে। মহিলাদেরকে নয়। কেননা এ নির্দেশের পরেই রাসূল ﷺ তাদের একজনকে আযান দেয়ার জন্য এবং বড় ব্যক্তিকে ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছেন। এখন যদি প্রথম নির্দেশ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য ধরা হয়, তাহলে পরবর্তী নির্দেশ আযান ও ইকামতের দায়িত্বও নারীদের উপর বর্তাবে। অথচ কেউই এমনটি ব্যাখ্যা করেন নি, এমনটি বুঝেন নি। সুতরাং এ

[১৮]. বুখারী শরীফ- ১/৮৮ হা. ৬২২, আযান অধ্যায়, মুসাফিরের জন্য নামাযের জামাতে আযান ও ইকামত পরিচ্ছেদ।

হাদীস দ্বারা নারীদের নামায পদ্ধতির উপর দলীল পেশ করা বিভ্রান্তি বৈ কিছুই নয়। কেননা صلوا শব্দটি পুরুষদের নির্দেশ বাচক শব্দ, মহিলাদের জন্য নয়।

তারপরও গায়রে মুকাল্লিদগণ ও ডা. জাকের নায়েক হাদীসটিকে ব্যাপক বলে যদি "নারী-পুরুষের নামায অভিন্ন বলেন" তবে আমরা বলব। *উক্ত হাদীসে সকলের বড়কে ইমাম বানাতে বলা হয়েছে। অতএব কয়েকজন নারী ও পুরুষের মধ্যে যদি একজন দ্বীনদার, খোদাভীরু ও বয়সের দিক দিয়ে বড় মহিলা থাকে, তাহলে আপনারা কি উক্ত মহিলাকে ইমাম বানাবেন?*

তাদের আরেকটি দাবি: *"মহিলারা পুরুষদের চাইতে আলাদা নিয়মে নামায আদায় করার একটা সহীহ হাদীসও নেই"।*

তাদের এই দাবি আমাদের নিকট ভুল ও বাস্তবতা বিবর্জিত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বাস্তবতা হলো, নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থাদিতে অনেক সহীহ হাদীস বিদ্যমান যে সব হাদীস নারী-পুরুষের নামাযের পার্থক্যের প্রতি পথ নির্দেশ করে। আর তার উপর উম্মাহর সর্বসম্মত আমল চালু রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, সহীহ হাদীস বলতে তারা আসলে কী বোঝাতে চাচ্ছেন? তাদের কাছে প্রশ্নটা এজন্য আসে যে, অনেক আহলে হাদীস সহীহ হাদীস বলতে শুধু বুখারী ও মুসলিমের হাদীস বুঝে থাকেন। অন্যান্য গ্রন্থের হাদীসসমূহকে গায়রে সহীহ বলে মনে করেন ।

এখন আমরা সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা নিরুপনের চেষ্টা করব।

হাদীসের সংজ্ঞা হলো:

الحديث أن يكون قول الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم أو الصحابي أو التابعي وفعلهم وتقريرهم.

রাসূল ﷺ সাহাবা ও তাবেয়ীর কথা কাজ ও সমর্থন (অর্থাৎ তাদের উপস্থিতিতে কেউ কোন কিছু বললে বা করলে তারা অস্বীকার ও নিষেধ করেন নাই বরং নিশ্চুপ ও রাজি ছিলেন) কে হাদীস বলে।[১৯]

هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو إلى الصحابي أو التابعي.

যে কথা, কাজ বা সমর্থন রাসূল ﷺ সাহাবী বা তাবেয়ীর দিকে সম্বন্ধযুক্ত তাকে হাদীস বলে।[২০]

[১৯]. মুখতাসারুল জুরজানী- পৃ. ৩১-৩২, হাদীসের মূলনীতি বিষয়ক ভূমিকা।

আর সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা হলো:

الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولامعللا.

যে হাদীস অবিচ্ছিন্ন সনদে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত, যাদের প্রত্যেকেই পূর্ণ বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ, পূর্ণ স্মৃতিশক্তির আধিকারী ও সংরৰণকারী আর বর্ণনাটি তার চেয়ে নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনাকারীর বিপরীত না হয় এবং বর্ণনাটিতে কোন সুক্ষ্ম ত্রুটি বিদ্যমান নেই। তাকেই সহীহ হাদীস বলে।[২১]

ইমাম বুখারী রহ. মৃত্যু ২৫৬ হি. বলেন-

أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح.

আমি এক লক্ষ সহীহ হাদীস ও দু 'লক্ষ গায়রে সহীহ হাদীস মুখস্ত করেছি।[২২]

তিনি আরো বলেন-

ما أدخلت في كتابي 'الجامع' إلا ماصح وتركت من الصحاح لحال الطول.

আমি বুখারী শরীফে শুধু সহীহ হাদীস সংকলন করেছি। আর বহু সহীহ হাদীস কিতাব দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কায় ছেড়ে দিয়েছি।[২৩]

উল্লেখ্য যে, বুখারী শরীফে শুধু সাত হাজার দু'শত পচাত্তরটি হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর এ গণনায় একটি হাদীস কে বারবার উল্লেখ, একটি হাদীসের দু'টি সনদ, সাহাবা ও তাবেয়ীনের আছার (হাদীস)ও অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। অন্যথায় বুখারী শরীফে শুধু চার হাজার হাদীস বিদ্যমান।[২৪]

আর ইমাম মুসলিম রহ. মৃত্যু ২৬১ হি. বলেন-

صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة الف حديث.

আমি এ কিতাবটি তিন লক্ষ হাদীস থেকে নির্বাচন করে লিখেছি।[২৫] আবু বকর নামে একজন ব্যক্তি ইমাম মুসলিমকে বলেন আবু হুরায়রা রাযি. এর হাদীস وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا "ইমাম কিরাত পড়লে মুক্তাদিগন নিশ্চুপ হয়ে শ্রবণ করবে" এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন- হাদীসটি সহীহ। তারপর তিনি বলেন, তবে এখানে কেন লিপিবদ্ধ করলেন না? উত্তরে ইমাম মুসলিম রহ. মৃত্যু ২৬১ হি. বলেন-

---

[২০]. যফারুল আমানী- পৃ. ৩২, হাদীসের মূলনীতি বিষয়ক ভূমিকা।

[২১]. মুকাদ্দমাতু ইবনিস সালাহ- পৃ ১৬ প্রথম প্রকার সহীহর পরিচিতি।

[২২]. মুকাদ্দমাতু ইবনিস সালাহ- পৃ ২৩ প্রথম প্রকার সহীহ ৪ নং ফায়দা।

[২৩]. মুকাদ্দমাতু ইবনিস সালাহ- পৃ. ২৩ প্রথম প্রকার সহীহ, ৪ নং ফায়দা।

[২৪]. মুকাদ্দমাতু ইবনিস সালাহ- পৃ. ২৩ প্রথম প্রকার সহীহ ৪ নং ফায়দা।

[২৫]. তাদরীবুর রাবী- পৃ. ৩৩, লেখকের ভুমিকা।

www.almodina.com

ليس كل شئ عندي صحيح و ضعته هاهنا إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه.

আমি এ কিতাবে আমার নিকট সহীহ হিসেবে সাব্যস্ত এরূপ সমস্ত সহীহ হাদীসের সংকলন করিনি। শুধু যার উপর সকলে (আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. মৃত্যু ২৪১হি. ইয়ায়য়া ইবনে মাঈন রহ. মৃত্যু ২৩৩হি. উছমান ইবনে আবী শায়বা রহ. মৃত্যু ২৩৯ হি. ও সাঈদ ইবনে মানসুর রহ. মৃত্যু ২২৭ হি.[২৬]) একমত হয়েছেন কেবল সেগুলোই সংকলন করেছি।[২৭]

উল্লেখ্য, মুসলিম শরীফে সমষ্টিগতভাবে হাদীসের সংখ্যা হল, বার হাজার। আর তাকরারে (বার বার উল্লেখিত) হাদীস ছাড়া চার হাজার মাত্র।[২৮]

অতএব উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায়, বুখারী মুসলিমেই শুধু সহীহ হাদীস আছে। অন্য কিতাবে নেই, এটি সম্পূর্ণ ভুল। বরং অন্য কিতাবেও সহীহ হাদীস বিদ্যমান। আর নামাযে নারী-পুরুষের পার্থক্যের বিষয়টি সহীহ হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত।

দলীলের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস যেমন গ্রহণযোগ্য, অনুরূপভাবে হাসান হাদীসও গ্রহণযোগ্য।

আর হাসান হাদীসের সংজ্ঞা হলোঃ

فإن خف الضبط والصفات الاخرى فيه فهو الحسن.

রাবীর যবত (সংরক্ষণগুণ) সামান্য দূর্বল হয়ে সহীহ হাদীসের সকল শর্ত বিদ্যমান থাকলে তাকে হাদীসে হাসান বলে।[২৯]

الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح.

হাদীসে হাসান দলীলের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসের মত। যদিও শক্তিশালী হওয়ার ক্ষেত্রে সামান্য কম। একারণে মুহাদ্দিসগণের এক জামাত (হাকেম, ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুযায়মা[৩০]) হাদীসে হাসান কে সহীহ হাদীসেরই এক প্রকারে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৩১]

আরেকটি গ্রহণযোগ্য হাদীস হলোঃ মুরসাল। তা হলো- তাবেয়ীর উক্তি যে, রাসূল এমন বলেছেন বা করেছেন।

---

[২৬]. তাদরীবুর রাবী- পৃ. ৭৩, প্রথম প্রকার সহীহ, দ্বিতীয় মাসআলা।

[২৭]. মুসলিম শরীফ- ১/১৭৪ হা. ৪০৪ নং আলোচনা। নামায অধ্যায়, নামাযে তাশাহুদ পরিচ্ছেদ।

[২৮]. আত তাকয়ীদ ওয়াল ইযাহ- পৃ: ২৭, প্রথম প্রকার সহীহ এর পরিচিতি, ৪নং ফায়দা।

[২৯]. কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস- পৃ. ৩৪।

[৩০]. তাদরীবুর রাবী- পৃ. ১২৫, দ্বিতীয় প্রকার হাসান।

[৩১]. তাকরীবুন নববী- পৃ. ১২৫, দ্বিতীয় প্রকার হাসান।

www.almodina.com

ইমাম মালেক রহ. মৃত্যু ১৭৯ হি. এর নিকট ব্যাপকভাবে মুরসাল হাদীস সহীহ।

ইমাম শাফেয়ী রহ. মৃত্যু ২০৪হি. এর নিকট শর্তসাপেক্ষে সহীহ। শর্ত হলো- ১. একটি মুরসাল হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য রেওয়ায়েতটি অন্য সনদে বর্ণিত থাকতে হবে। ২. উক্ত মুরসাল হাদীসটি অন্য কেউ বর্ণনা করতে হবে এবং তার উস্তাদগণ ভিন্ন হতে হবে। ৩. সাহাবীর কথা দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। ৪. অথবা অধিকাংশ ওলামাদের কথা দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। ৫. ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছাড়া মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেননা এমন বর্ণনাকারী হতে হবে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. মৃত্যু ২৪১হি. এর নিকট সহীহ।

ইমাম আবু হানিফা রহ. মৃত্যু ১৫০হি. বলেন, মুরসাল হাদীস সোনালীযুগে (খাইরুল কুরুন) বর্ণিত হলে সহীহ।[৩২]

অতএব জানা গেলো, সকলের নিকটই মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য।

قال العلامة الشيخ محمد يوسف البنوري رحمة الله عليه لايقدح إرساله فإن المرسل حجة عندنا وعند الجمهور.

আল্লামা শায়খ মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইউসুফ বানূরী রহ. মৃত্যু ১৩৯৭ হি. বলেন, হাদীস মুরসাল রেওয়ায়েত করা কোন নিন্দনীয় কাজ নয়। বরং আমাদের ও জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকট মুরসাল হাদীস দলীলযোগ্য।[৩৩]

হাদীস শাস্ত্রে নারী ও পুরুষের নামাযের পার্থক্য বিদ্যমান

হাদীস শাস্ত্রের গ্রহণযোগ্য কিতাবাদিতে উপরোল্লিখিত সহীহ হাদীসের আলোকে একথা সুস্পষ্ট ও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, নারী ও পুরুষের নামাযে কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন- মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.

২নং হাদীস: হযরত আবু হুরাইরা I থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন (নামাযে কোন বিষয়ে সতর্ক বা অবহিত করার জন্য) পুরুষরা তাসবীহ বলবে। আর মহিলারা হাত দ্বারা শব্দ করবে।[৩৪]

---

[৩২]. কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস- পৃ. ১৩৮, ৫নং পরিচ্ছেদ।

৩৩. মা'আরিফুস সুনান- ৩/২৭, নামায অধ্যায়, নামাযে হাঁটুর পূর্বে হাত রাখা পরিচ্ছেদ।

৩৪. মুসলিম শরীফ- ১/১৮০ হা. ৪২২, নামায অধ্যায়, পুরুষের সুবহানাল্লাহ্ ও মহিলার হাত দ্বারা শব্দ করা পরিচ্ছেদ।

وفيه أن السنة لمن نابه شيئ في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلا فيقول سبحان الله وأن يصفق وهو التصفيح إن كان إمراة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر.

নামাযে সতর্ক করার মত কোন কিছু ঘটলে, ইমাম সাহেবকে সতর্ক করতে পুরুষ মুক্তাদিগণ "সুবহানাল্লাহ" বলবে। আর মহিলাগণ ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর মেরে শব্দ করবে।[৩৫]

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ إِذَا سَجَدْتُّمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِيْ ذٰلِكَ كَالرَّجُلِ.

هذا الحديث مرسل يحتج به. قال الإمام البيهقي : وهو أحسن.

والشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني المتوفى **1182**هــ قبل هذا الحديث حجة وتفرق به بين سجدة الرجل والمرأة.

৩নং হাদীস: হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবী হাবীব রহ. বলেন, একবার রাসূল ﷺ নামাযরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যখন তোমরা সিজদা করবে শরীর যমিনের সাথে মিলিয়ে রাখবে কেননা এক্ষেত্রে মহিলাগণ পুরুষের মত নয়।[৩৬]

ইমাম বায়হাকী রহ. মৃত্যু ৪৫৮ হি. বলেন, উক্ত হাদীসটি উৎকৃষ্ট মুরসাল।[৩৭]

প্রখ্যাত আহলে হাদীস মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আমীর ইয়ামানী মৃত ১১৮২ হি. উক্ত হাদীসটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে পুরুষ ও মহিলার সিজদার পার্থক্য বর্ণনা করেছেন।[৩৮]

অতএব সহীহ হাদীসের আলোকে একথা প্রমাণিত হয় যে, নামায আদায়ের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় পার্থক্য রয়েছে।

---

৩৫. শরহুন নববী- ১/১৭৯, নামায অধ্যায়, নির্দিষ্ট ইমামের অনুপস্থিতিতে জামাত শুরু করা পরিচ্ছেদ।

৩৬. মারাসীলে আবী দাউদ- পৃ. ৮, নামাযের সময় ঘুমানো পরিচ্ছেদ।

৩৭. আস্ সুনানুল কুবরা, বায়হাকী- ৩/৭৪, হা. ৩২৮৫, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্যসমষ্টি পরিচ্ছেদ, মহিলাদের জন্য রুকু ও সিজদায় দূরে না থাকা পরিচ্ছেদ।

৩৮. সুবুলুস সালাম শরহু বুলুগিল মারাম-১/২৫৬ হা. ২৮২ নং হাদীসের ব্যাখ্যা, নামায অধ্যায়, মসজিদসমূহ পরিচ্ছেদ।

এখন আমরা পর্যায়ক্রমে সহীহ হাদীস ও ইসলামী ফিক্‌হের আলোকে নারী ও পুরুষের নামাযে পার্থক্যগুলি আলোচনা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

মাসআলা: ফরয নামাযের জন্য পুরুষগণ আযান দিবে। আর জামাতের সময় ইকামত দিবে।

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ.

৪নং হাদীস: হযরত মালেক রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যখন নামাযের সময় হয়। তখন তোমাদের (পুরুষদের) মধ্য থেকে একজন আযান দিবে।[৩৯]

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدَانِ السَّفْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيْمَا.

৫নং হাদীস: হযরত মালেক বিন হুওয়াইরিস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- দু'জন পুরুষ ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এলেন। তারা সফর করার ইচ্ছা করেছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তোমরা দু'জন (সফরের উদ্দেশ্যে) বের হবে তখন আযান ও ইকামত দিবে।[৪০]

বুখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইবনে হাজার আসকালানী রহ. মৃত্যু ৮৫২ হি. বলেন,

المراد بقوله أذنا أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن وذلك لاستوائهما في الفضل.

উক্ত হাদীসে أذنا দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে ইচ্ছা করে সে যেন আযান দেয়। দু'জনেই মর্যাদায় বরাবর হওয়ার কারণে।[৪১]

বুখারী শরীফের বিশ্ববিখ্যাত ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. ৮৫৫ হি. বলেন-

أن التثنية تذكر ويراد به الواحد.

আলোচ্য হাদীসে দ্বিবচন শব্দ ব্যবহার করে একক উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।[৪২]

---

৩৯. বুখারী শরীফ- ১/৮৭, হা. ৬২৮, আযান অধ্যায়, সফরে মুয়াযযিন আযান দেওয়া পরিচ্ছেদ।

৪০. বুখারী শরীফ- ১/৮৮ হা. ৬৩০ আযান অধ্যায়, মুসাফিরের জন্য নামাযের জামাতে আযান ও ইকামত পরিচ্ছেদ।

৪১. ফতহুল বারী- ৩/১৪৫-১৪৬, আযান অধ্যায়, সফরে মুয়াযযিন আযান দেওয়া পরিচ্ছেদ।

৪২. উমদাতুল কারী- ৪/৩৪৪ আযান অধ্যায়, সফরে মুয়াযযিন আযান দেওয়া পরিচ্ছেদ।

উক্ত হাদীসে পুরুষদেরকে আযান ও ইকামতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও বহু হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, শুধু পুরুষগণ আযান ও ইকামত দিবে।

তাই এ সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করেই ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, কেবল পুরুষগণই আযান ও ইকামত দিবে।

ফিক্হে হাম্বলী:

আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে কুদামা রহ. মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

ولا يصح الأذان إلامن مسلم عاقل ذكر.

মুসলিম ও বোধসম্পন্ন পুরুষ ব্যক্তি ছাড়া আযান দেওয়া সহীহ হবে না ।[৪৩]

ফিক্হে হানাফী:

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. মৃত্যু ১০৮৮ হি. বলেন-

هو سنة للرجال.

আযান শুধু পুরুষের জন্য সুন্নাত।[৪৪]

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রহ. মৃত্যু ৫৯৩ হি. বলেন-

وينبغي أن يؤذن ويقيم.

কেবল পুরুষগণ আযান ও ইকামত দিবে।[৪৫]

মাসআলা: মহিলাগণ আযান ও ইকামত দিবে না

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّه قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ. هذا حديث صحيح.

৬নং হাদীস: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. বলেন, মহিলাদের উপর আযান ও ইকামতের বিধান নেই।[৪৬] হাদীসটির সনদ সহীহ।

قال ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير رواه البيهقي بسند صحيح.

---

৪৩. আল মুগনী- ১/৪২৫, আযান পরিচ্ছেদ, মুয়াযযিনের শর্তাবলী।

৪৪. আদ্দুররুল মুখতার- ২/৪৮, নামায অধ্যায়, আযান পরিচ্ছেদ।

৪৫. আল হিদায়া- ১/৯০, নামায অধ্যায়, আযান পরিচ্ছেদ।

৪৬. আস্ সুনানুল কুবরা, বায়হাকী- ১/১৬৯, হা. ১৯৫৯, নামায অধ্যায়, আযান ও ইকামত পরিচ্ছেদসমষ্টি মহিলাদের আযান ও ইকামত নেই পরিচ্ছেদ।

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. মৃত্যু ৮৫২ হি. বলেন, উক্ত হাদীসটির সনদ সহীহ।[৪৭]

قال ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن رواه البيهقي بسند صحيح.

মুহাদ্দিস যফর আহমদ উছমানী রহ. মৃত্যু ১৩৯৪ হি. বলেন- হাদীসটির সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেন।[৪৮]

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ طَرْخَانَ قَالَ : كُنَّا نَسْأَلُ أَنَسًا: هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ ؟ قَالَ لَا.

هذا حديث صحيح.

৭নং হাদীস: হযরত সুলাইমান বিন তরখান রহ. বলেন- আমরা হযরত আনাস রাযি. এর কাছে প্রশ্ন করি, মহিলাদের উপর আযান ও ইকামতের বিধান আছে কি? তিনি উত্তরে বলেন, না।[৪৯] বর্ণনাসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَاتُؤَذِّنُ وَلَاتُقِيْمُ. إسناده حسن.

৮নং হাদীস: হযরত আলী রাযি. বলেন- মহিলা আযানও দিবে না ইকামতও দিবে না।[৫০] হাদীসটির সনদ হাসান।

عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَا: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ. هذا حديث صحيح.

৯নং হাদীস: হযরত হাসান বসরী ও মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রহ. বলেন, মহিলাদের উপর আযান ও ইকামত নেই।[৫১] সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসটি সহীহ।

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا اِقَامَةٌ. هذا حديث صحيح.

---

৪৭. আত তালখীসুল হাবীর- ১/৫২১, হা. ৩১২, নামায অধ্যায়, আযান পরিচ্ছেদ।

৪৮. এলাউস সুনান- ২/৬৩৩, হা. ৬১৮, মুয়াযযিনের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

৪৯. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ২/৩৬৬, হা. ২৩৩১, আযান অধ্যায়, মহিলাদের উপর আযান ও ইকামত নেই।

৫০. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ২/৩৬৭ হা. ২৩৩৪, আযান অধ্যায়, মহিলাদের উপর আযান ও ইকামত নেই।

৫১. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ২/৩৬৬ হা. ২৩২৬, আযান অধ্যায়, মহিলাদের উপর আযান ও ইকামত নেই।

১০নং হাদীস: ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী রহ. বলেন মহিলাদের উপর আযান ও ইকামত নেই।[৫২] সনদের দিক থেকে হাদীসটি সহীহ।

قال ظفر أحمد العثماني : الأثر يدل على أن الأذان لايتعلق بالنساء فالمؤذن ينبغي أن يكون رجلا على أن المرأة عورة فلم يجزلها رفع الصوت للفتنة ولأن المؤذن مندوب أن يرفع صوته حتى يستحب له أن يعلو المنارة أو أعلى المواضع للأذان. والمرأة منهية عن رفع صوتها. لأن في صوتها فتنة ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وكذالك منهية عن تشهير النفس ومامورة بأن تكون في بيتها وارء الحجاب.

মুহাদ্দিস যফর আহমদ উছমানী রহ. মৃত্যু ১৩৯৪ হি. বলেন, হাদীস দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, আযান মহিলাদের সাথে সম্পৃক্ত নয়। অতএব মুয়াযযিন পুরুষ হতে হবে। কেননা মহিলা হল আবরণীয়, সে কারণে মহিলাদের উচ্চস্বরে আওয়াজ করা ফিতনার আশংকায় জায়েয নয়। আর মুয়াযযিন উচ্চস্বরে আওয়াজ করবে। এমনকি আযান দেওয়ার জন্য মিনার বা উচ্চস্থান হওয়া মুস্তাহাব। আর মহিলাদের উচ্চস্বরে আওয়াজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা তাদের আওয়াজ ফিতনা। সে কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং মহিলাদের জন্য হাত দ্বারা শব্দ করার কথা বলেছেন। আর এভাবে মহিলাদের নিষেধ করেছেন নিজেদেরকে প্রকাশ করতে এবং নির্দেশ দিয়েছেন ঘরে পর্দায় থাকতে।[৫৩]

অতএব উপরোক্ত সহীহ হাদীসের আলোকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, মহিলাগণ নামায আদায়ের জন্য আযান ও ইকামত দিবে না।

তাই এ সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, মহিলাগণ আযান ও ইকামত দিবে না।

ফিক্‌হে মালেকী:

قال مالك رحمه الله دون الأذان

ইমাম মালেক রহ. মৃত্যু ১৭৯ হি. বলেন, মহিলাগণ আযান দিবেনা।[৫৪]

---

৫২. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ২/৩৬৭ হা. ২৩৩৩, আযান অধ্যায়, মহিলাদের উপর আযান ও ইকামত নেই।

৫৩. এ'লাউস সুনান- ২/৬৩৩-৬৩৪, ৬৩৫ হা. ৬১৮, মুয়াযযিনের বৈশিষ্ট্যসমূহ।

৫৪. আল্ মাজমূ- ৩/১০০, নামায অধ্যায়, আযান পরিচ্ছেদ, মহিলাদের আযানের হুকুম।

www.almodina.com

ফিক্হে শাফেয়ী:

ইমাম নববী রহ. মৃত্যু ৬৭৬ হি. বলেন-

ويكره للمرأة أن تؤذن لأن في الأذان ترفع الصوت.

মহিলাদের আযান দেওয়া মাকরুহ তথা নিষেধ। কেননা আযানে উচ্চস্বরে আওয়াজ করতে হয়।[৫৫]

ফিক্হে হাম্বলী:

ইবনে কুদামা রহ. মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

ولا يعتد بأذان المرأة لأنها ليست ممن يشرع له الأذان ولا نعلم فيه خلافا.

মহিলাদের আযান, আযান হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা তাদের জন্য আযান দেওয়া শরীয়তের কোন বিধান নয়। আর এ বিষয়ে আমাদের জানা মতে কোন মতভেদ নেই।[৫৬]

ফিক্হে হানাফী:

'আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া' নামক গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে।

وليس على النساء أذان ولا إقامة.

মহিলাদের উপর আযান ও ইকামত নেই।[৫৭]

শায়খুল ইসলাম মাহমূদ ইবনে আহমদ রহ. মৃত্যু ৬১৬ হি. উল্লেখ করেছেন-

ويكره أذان المرأة ووجه الكراهة: أنه رفع الصوت منها معصية رفعت صوتها تكتب المعصية وإن لم ترفع صوتها فقد أخلت بما هو المقصود من الأذان وهو الإعلام.

মহিলাদের আযান দেওয়া মাকরুহ। কেননা মহিলারা উচ্চস্বরে আযান দিলে গুনাহ হয়। আর অনুচ্চস্বরে দিলে, আযানের উদ্দেশ্য এলান হওয়া আর থাকে না।[৫৮]

---

৫৫. আল্ মাজমূ- ৩/৯৮, নামায অধ্যায়, আযান পরিচ্ছেদ, বোধসম্পন্ন মুসলিম পুরুষ ব্যক্তি ছাড়া আযান সঠিক হয় না।

৫৬. আল মুগনী- ১/৪২৫, আযান পরিচ্ছেদ, মুয়াযযিনের শর্তাবলী।

৫৭. আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া- ১/৫৩, নামায অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ আযান, ১ম অনুচ্ছেদ মুয়াযযিনের অবস্থা ও গুণাবলী।

৫৮. আল মুহীতুল বুরহানী- ১/৩৯৫-৩৯৬, নামায অধ্যায়, ১৬নং পরিচ্ছেদ, ভাষাগত ভুল।।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. মৃত্যু ১২৫২ হি. বলেন-

أما النساء فيكره لهن الأذان وكذا الإقامة لماروي عن أنس وابن عمر من كراهتهما لهن ولأن مبنى حالهن عن الستر ورفع صوتهن حرام.

মহিলাদের আযান ও ইকামত দেওয়া মাকরুহ। হযরত আনাস রাযি. ও হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু মহিলাদের অবস্থার ভিত্তিই হল সতর। আর তাদের আওয়াজ উঁচু করা হারাম।[৫৯]

আল্লামা ইবনে নুজাইম মিসরী হানাফী রহ. মৃত্যু ৯৭০ হি. বলেন-

وأما أذان المرأة فلإنها منهية عن رفع صوتها لأنه يؤدي إلى الفتنة.

মহিলাগণ আযান দিবে না। কেননা তাদের আওয়ায উঁচু করা ফিতনার আশঙ্কায় নিষেধ।[৬০]

মাসআলা: পুরুষগণ মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করবে।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكٰى مِنْ صَلَاتِه وَحْدَه وَصَلَاتُه مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكٰى مِنْ صَلَاتِه مَعَ الرَّجُلِ وَمَاكَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ. قال النيموي: إسناده صحيح.

১১নং হাদীস: হযরত উবায় ইবনে কা'ব রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন- জামাতে দু'ব্যক্তির নামায একাকী এক ব্যক্তির পৃথক নামায থেকে উত্তম। আর তিন ব্যক্তির নামায দু'ব্যক্তির নামায থেকে উত্তম। এভাবে তাতে লোক যত বাড়বে ততো আল্লাহর নিকট প্রিয়।[৬১]

আল্লামা মুহাদ্দিস নিমাবী রহ. মৃত্যু ১৩২২ হি. বলেন- হাদীসটির সনদ সহীহ।[৬২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

৫৯. রদ্দুল মুহতার- ২/৪৮, নামায অধ্যায়, আযান পরিচ্ছেদ।
৬০. আল বাহরুর রায়েক- ১/৪৫৮, নামায অধ্যায়, আযান পরিচ্ছেদ।
৬১. আবু দাউদ- ১/৮২, হা. ৫৫৪, নামায অধ্যায়, জামাতের ফযীলত পরিচ্ছেদ।
৬২. আ'সারুস সুনান- পৃ. ১৮৫, হা. ৪৯০, নামায অধ্যায়, জামাতে নামায আদায় পরিচ্ছেদ।

১২নং হাদীস: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন- একাকী নামায পড়া অপেক্ষা জামাতে নামায পড়ার ফজীলত ২৭ গুণ বেশী।[৬৩]

عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ لَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّيْ هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِيْ بَيْتِه□ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَّجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَه□ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُه□ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْه□ بِهَا سَيِّئَةً.

১৩নং হাদীস: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন- যদি তোমরা তোমাদের ঘরে নামায আদায় কর। যেভাবে নামায পশ্চাদগামী ব্যক্তি আপন গৃহে নামায আদায় করে। তবে অবশ্যই তোমরা রাসূল ﷺ এর সুন্নাত ছেড়ে দিবে। আর রাসূল ﷺ এর সুন্নাত ছেড়ে দিলে তোমরা গোমরাহ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন করে মসজিদে গমন করে। আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি কদমে একটি নেকী দান করেন। একটি মর্তবা বৃদ্ধি করেন এবং একটি গুনাহ মাফ করেন।[৬৪]

উপরোক্ত এসব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, পুরুষগণ মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করবে।

আর এ ধরনের বিশুদ্ধ হাদীসের উপর ভিত্তি করে ফকীহগণ বলেছেন, পুরুষগণ মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করবে।

ফিক্বহে হানাফী:

আল্লামা আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ কাসানী হানাফী রহ. মৃত্যু ৫৮৭ হি. বলেন- فالجماعة إنما تجب على الرجال.

জামাতে নামায আদায় করা পুরুষের উপর আবশ্যক।[৬৫]

৬৩. বুখারী শরীফ- ১/৮৯, হা. ৬৩৬, আযান অধ্যায়, জামাতে নামায পড়ার ফযীলত পরিচ্ছেদ।

৬৪. মুসলিম শরীফ- ১/২৩২, হা. ৬৫৪, নামাযের স্থান ও মসজিদসমূহ অধ্যায়, জামাতে নামাযের ফযীলত এবং অনুপস্থিতির ধমকির বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

৬৫. বাদায়েউস সানায়ে ১/৪৮৮, নামায অধ্যায়, যার উপর জামাত ওয়াজিব পরিচ্ছেদ।

আল্লামা কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে হুমাম হানাফী রহ. মৃত্যু ৮৬১ হি. বলেন-

الجماعة سنة مؤكدة تجب على العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الجماعة من غير حرج.

জামাতের সাথে নামায পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তাই এটা প্রত্যেক আযাদ, বোধসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক ও কোন প্রকার শরয়ী সমস্যা ছাড়া জামাতে উপস্থিতি সক্ষম পুরুষগণের উপর আবশ্যক।[৬৬]

মাসআলা: মহিলাগণ নামায আদায় করার জন্য মসজিদের জামাতে উপস্থিত হবে না। বরং ঘরে একাকী নামায আদায় করবে।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُبُيُوتِهِنَّ . قال: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي حديث حسن.

১৪নং হাদীস: হযরত উম্মে সালমা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ বলেন- মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম মসজিদ হলো, তাদের বাড়ীর গোপন কক্ষ।[৬৭] ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আ'যমী বলেন, হাদীসটি হাসান।[৬৮]

عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا جَائَتْ إِلى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللهِ : إِنِّيْ أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ . فَقَالَ قَدْعَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّيْنَ الصَّلَاةَ مَعِيْ . وَصَلَاتُكِ فِيْ بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ حَجْرَتِكِ وَصَلَاتُكِ فِيْ حَجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ دَارِكِ وَصَلَاتُكِ فِيْ دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلَاتُكِ فِيْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ مَسْجِدِيْ : فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِيْ أَقْصي شَيْءٍ مِّنْ بَيْتِهَا وَاَظْلَمِهَا فَكَانَتْ تُصَلِّيْ فِيْهِ حَتّى لَقِيَتِ اللهَ عَزَّوَجَلَّ.

قال : الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. حديث حسن.

---

৬৬. ফাতহুল কাদীর ১/৩৫৩, নামায অধ্যায়, ইমামতি পরিচ্ছেদ।

৬৭. সহীহ ইবনে খুযায়মা- ৩/৯২, হা. ১৬৮৩, নামাযে ইমামতি অধ্যায়, মহিলাদের জামাতে নামায পরিচ্ছেদসমষ্টি, মহিলার নামায মসজিদে পড়া থেকে নিজ ঘরে উত্তম পরিচ্ছেদ।

৬৮. সহীহ ইবনে খুযায়মা- তাহকীক, ড. মুস্তফা আ'যমী ৩/৯২, হা. ১৬৮৩, নামাযে ইমামতি অধ্যায়, মহিলাদের জামাতে নামায পরিচ্ছেদসমষ্টি, মহিলার নামায মসজিদে পড়া থেকে নিজ ঘরে উত্তম পরিচ্ছেদ।

১৫নং হাদীস: হযরত উম্মে হুমাইদ রাযি. রাসূল ﷺ এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার সাথে নামায আদায় করতে ভালবাসি, তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমি জানি তুমি আমার সাথে নামায আদায় করতে ভালবাস। অথচ তোমার ঘরের নামায তোমার ঘরের আঙ্গিনাস্থ নামায অপেক্ষা উত্তম। তোমার ঘরের আঙ্গিনাস্থ নামায তোমার বাড়ির নামায অপেক্ষা উত্তম। তোমার বাড়ির নামায তোমার গোত্রের মসজিদে নামায অপেক্ষা উত্তম। তোমার গোত্রের মসজিদের নামায আমার মসজিদে নামায অপেক্ষা উত্তম। অত:পর তিনি নির্দেশ দিলেন। তাই তার জন্য ঘরের কোণে অন্ধকার জায়গায় একটি মসজিদ নির্মাণ করা হল। সেখানে তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নামায আদায় করেছেন।[৬৯]

ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আ'যমী বলেন- হাদীসটি হাসান।[৭০]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَوْ اَدْرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحْدَثَ النِّساءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ.

১৬নং হাদীস: হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নারীরা যে অবস্থা সৃষ্টি করেছে। তা যদি রাসূল ﷺ জানতেন, তবে বনী ইসরাঈলের নারীদের যেমন নিষেধ করা হয়েছিল, তেমনি এদেরকেও মসজিদে আসা নিষেধ করে দিতেন।[৭১]

মহিলাগণ নামায আদায় করার জন্য মসজিদে গমন করবে না। বরং ঘরেই নামায আদায় করবে। কেননা তা মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম মসজিদ। যা এই হাদীসেরই সুস্পষ্ট ভাষ্য।

এ হাদীসের প্রতি লক্ষ রেখেই ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, মহিলাগণ জামায়াতে নামায আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত হবে না। বরং একাকী ঘরের গোপন কক্ষে নামায আদায় করবে।

---

৬৯. সহীহ ইবনে খুযায়মা- ৩/৯৫, হা. ১৬৮৯, নামাযে ইমামতি অধ্যায়, মহিলাদের জামাতে নামায পরিচ্ছেদসমষ্টি, বাড়িতে নামায পড়া থেকে গোপন কক্ষে নামায পড়া উত্তম পরিচ্ছেদ।

৭০. সহীহ ইবনে খুযায়মা- তাহকীক, ড. মুস্তফা আ'যমী- ৩/৯৫, হা. ১৬৮৯, নামাযে ইমামতি অধ্যায়, মহিলাদের জামাতে নামায পরিচ্ছেদসমষ্টি, বাড়িতে নামায পড়া থেকে গোপন কক্ষে নামায পড়া উত্তম পরিচ্ছেদ।

৭১. বুখারী শরীফ- ১/১২০, হা. ৮৬১, আযান অধ্যায়, মহিলাদের রাত ও ভোর রাতে মসজিদে বাহির হওয়া পরিচ্ছেদ।

ফিক্হে শাফেয়ী:

ইমাম নববী রহ. মৃত্যু ৬৭৬ হি. বলেন-

وإن أرادت المرأة حضور المسجد للصلاة قال أصحابنا إن كانت شابة او كبيرة تشتهي كره لها.

মহিলাগণ নামায আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সকলে বলেন, যদি যুবতী বা এমন বয়স্কা হয় বৃদ্ধাও হয় যাদের কাম ভাব ও উত্তেজনা আসে তাদের জামাতের জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়া মাকরুহ তথা নিষেধ।[৭২]

ফিক্হে হাম্বলী:

ইবনে কুদামা রহ. মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ولذلك لا تجب عليها جماعة.

মহিলা পুরুষদের মজলিসে উপস্থিত হওয়ার অধিকার প্রাপ্তদের থেকে নয়। এ কারণে তাদের উপর জামাত ওয়াজিব নয়।[৭৩]

ফিক্হে হানাফী:

যায়নুদ্দীন ইবনে ইবরাহীম ইবনে নুজাইম মিসরী আল হানাফী রহ. মৃত্যু ৯৭০ হি. বলেন-

ولا يحضرن الجماعات لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن– الاحزاب ٣٣ وقال صلى الله عليه وسلم صلاتها في قعربيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها ولأنه لايؤمن الفتنة من خروجهن والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة كلها لظهور الفساد.

মহিলাগণ জামায়াতে উপস্থিত হবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- (মহিলাদেরকে) তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে। সূরা আহযাব: আয়াত ৩৩, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- মহিলাদের গৃহাভ্যন্তরের নামায বাড়ীর আঙ্গিনাস্থ নামায অপেক্ষা উত্তম। কেননা ঘর থেকে মহিলাদের বের হওয়া ফিতনা মুক্ত নয়। বর্তমান যুগে ফিতনা প্রকাশিত হওয়ায় ফাতওয়া হল, নারীদের জন্য সমস্ত নামায জামাতে আদায় করা মাকরুহ।[৭৪]

৭২. আল মাজমূ- ৪/১৯৮, নামায অধ্যায়, পুরুষদের মসজিদে জামাতে নামায পড়া উত্তম পরিচ্ছেদ।
৭৩. আল্ মুগনী- ২/১৯৩, জুমআর নামায অধ্যায়, মুসাফির, কৃতদাস ও মহিলার থেকে জুমআ বিলুপ্তি।
৭৪. আল বাহরুর রায়েক- ১/৬২৭-৬২৮, নামায অধ্যায়, ইমামতি পরিচ্ছেদ।

আল্লামা ফখরুদ্দীন উছমান ইবনে আলী যায়লায়ী হানাফী রহ. মৃত্যু ৭৪৩ হি. বলেন-

ولا يحضرن الجماعة يعني في الصلوات كلها وهو قول المتأخرين لظهور الفساد في زماننا.

মহিলাগণ কোন নামাযের জন্য জামাতে উপস্থিত হবে না। ওলামায়ে মুতাআখখিরীনের অভিমত অনুযায়ী তারা আমাদের যামানায় ফিতনা প্রকাশিত হওয়ায় উক্ত ফাতওয়া দিয়েছেন।[৭৫]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. মৃত্যু ১০৮৮ হি. বলেন-

ويكره حضورهن الجماعة على المذهب المفتى به لفساد الزمان.

মহিলাদের জামাতে উপস্থিত হওয়া মাকরুহ। এটিই গ্রহণযোগ্য মতামত। যামানার ফাসাদের কারণে।[৭৬]

আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ কাসানী হানাফী রহ. মৃত্যু ৫৮৭ হি. বলেন-

فلا تجب على النساء ، أما النساء فلأن خروجهن إلى الجماعات فتنة.

মহিলাদের উপর জামাত জরুরী নয়। কেননা মহিলাগণ জামাতে উপস্থিতির জন্য বের হওয়া ফিতনা।[৭৭]

'আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া' নামক গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে-

وصلاتهن فرادى أفضل ، هكذا في الخلاصة.

মহিলাগণ একাকী নামায পড়া উত্তম।[৭৮]

মাসআলা: পুরুষগণের উপর জুমআর নামায ফরয।

عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأٰلِه وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين .

---

৭৫. তাবয়ীনুল হাকায়েক- ১/৩৫৭ নামায অধ্যায়, ইমামতি ও নামাযে হদছ পরিচ্ছেদ।

৭৬. আদ্দুররুল মুখতার- ২/৩০৭ নামায অধ্যায়, ইমামতি পরিচ্ছেদ।

৭৭. বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৮৮ নামায অধ্যায়, জামাত ওয়াজিব হওয়া পরিচ্ছেদ।

৭৮. আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া- ১/৮৫ নামায অধ্যায়, ইমামতি বিষয়ে পাঁচ নং পরিচ্ছেদ, ইমামতির উপযুক্ততা বর্ণনা বিষয়ের তিন নং অনুচ্ছেদ।

১৭নং হাদীস: হযরত আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন- জুমআর নামায প্রত্যেক মুসলমানের উপর জামাতে আদায় করা সুনিশ্চিত ওয়াজিব।

হাদীসটি ইমাম বুখারী রহ. মৃত্যু ২৫৬ হি. ও মুসলিম রহ. মৃত্যু ২৬১ হি. এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।[৭৯]

قَالَ : رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ. إسناده حسن.

১৮নং হাদীস: রাসূল ﷺ বলেন- জুমআর নামায প্রত্যেক সাবালক পুরুষের উপর ওয়াজিব।[৮০] বর্ণনাসূত্রে হাদীসটি হাসান।

সহীহ হাদীসের এসব বর্ণনার উপর ভিত্তি করেই ফকীহগণ বলেছেন, পুরুষগণের উপর জুমআর নামায ফরয।

ফিক্‌হে হানাফী:

ফখরুল মিল্লাতি ওয়াদদ্বীন মুহাম্মদ আওযাজন্দী রহ. মৃত্যু ২৯৫ হি. বলেন-

الجمعة فريضة على الرجال.

পুরুষগণের উপর জুমআর নামায ফরয।[৮১]

'আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া'তে উল্লেখ হয়েছে,

وهي فرض عين ثم لوجوبها شرائط في المصلي وهي الحرية والذكورة.

জুমআর নামায ফরযে আইন। আর তার জন্য শর্ত হল, আযাদ হতে হবে, পুরুষ হতে হবে।[৮২]

মাসআলা: মহিলাগণের উপর জুমআর নামায নেই এবং তাদের জন্য জামাতে উপস্থিতি নিষেধ।

عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأله وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ إِلَّا اَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْمَرِيْضٌ. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

৭৯. আল মুস্তাদরাক- ১/২৮৮, জুমআ অধ্যায়, যার উপর জুমআ ওয়াজিব।
৮০. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ৪/৬৫, হা. ৫১৯০, নামায অধ্যায়, যার উপর জুমআ ওয়াজিব নয়।
৮১. ফাতাওয়া কাযীখান- ১/১৭৪ নামায অধ্যায়, জুমআর নামায পরিচ্ছেদ।
৮২. আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া- ১/১৪৪, নামায অধ্যায়, ১৬ নং অনুচ্ছেদ জুমআর নামায।

১৯নং হাদীস: হযরত আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন- জুমআর নামায জামাতে আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর সুনিশ্চিত ওয়াজিব। তবে কৃতদাস, মহিলা, শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব নয়। হাদীসটি ইমাম বুখারী রহ. মৃত্যু ২৫৬ হি. ও মুসলিম রহ. মৃত্যু ২৬১ হি. এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।[৮৩]

قال: الفخر البحر العلام مولانا خليل أحمد السهارنفوري رحمة الله عليه في شرحه: وأما المرأة فلأنها مشغولة بخدمة الزوج ممنوعة عن الخروج إلى محافل الرجال لكون الخروج سببا إلى الفتنة و لهذا لاجماعة عليهن أيضا.

মুহাদ্দিস খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহ. উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, মহিলাগণ স্বামীর খেদমতে ব্যস্ত থাকবে। আর পুরুষের মজমায় যাওয়া তাদের জন্য নিষেধ। কেননা মহিলাদের বের হওয়া ফিতনার কারণ। আর সে কারণে তাদের উপর জামাতও নেই।[৮৪]

عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبٍ القُرَظِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْعَبِيْدِ جُمْعَةٌ. هذا حديث مرسل وحجة.

২০নং হাদীস: মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল কুরাযী রহ. বলেন, রাসূল ﷺ বলেন- মহিলা ও দাসের উপর জুমআর নামায নেই।[৮৫] হাদীসটি মুরসাল ও দলীলযোগ্য।

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالعَبِيْدِ جُمُعَةٌ. هذا حديث صحيح .

২১নং হাদীস: হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. বলেন- মহিলা ও দাসের উপর জুমআর নামায নেই।[৮৬] বর্ণনাসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

উপরে বর্ণিত সহীহ হাদীস ও এরকম বিশুদ্ধ হাদীসের উপর দৃষ্টিপাত করেই ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, মহিলাদের উপর জুমআর নামায জরুরী নয়, এবং উহার জন্য জামায়াতে উপস্থিত নিষেধ।

---

৮৩. আল মুস্তাদরাক- ১/২৮৮ জুমআ অধ্যায়, যার উপর জুমআ ওয়াজিব।
৮৪. বযলুল মাজহুদ- ২/১৬৯ জুমআ অধ্যায়, দাস ও মহিলার জুমআ অনুচ্ছেদ।
৮৫. আল মুসান্নাফ, আবদুর রাযযাক- ৩/১৭৪ হা. ৫২০৭, জুমআ অধ্যায়, যার উপর জুমআ ওয়াজিব পরিচ্ছেদ।
৮৬. আল মুসান্নাফ, আবদুর রাযযাক- ৩/১৭২ হা. ৫১৯৬, জুমআ অধ্যায়, যার উপর জুমআ ওয়াজিব পরিচ্ছেদ।

ফিক্‌হে শাফেয়ী:

ইমাম নববী রহ. মৃত্যু ৬৭৬ হি. বলেন-

ولا تجب على المرأة ولأنها تختلط بالرجال وذلك لايجوز. ولا تجب على امرأة بالإجماع قال أصحابنا يكره للشابة حضور جميع الصلوات مع الرجال.

মহিলাদের উপর জুমআর নামায ওয়াজিব নয়। কেননা পুরুষদের সাথে সংমিশ্রণ হওয়ায় এটা না যায়েয। মহিলাদের উপর জুমআর নামায ওয়াজিব নয়। এ বিষয়ে সকলে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আমাদের আসহাবে শাওয়াফে সকলে বলেন, যুবতী মহিলাদের জন্য পুরুষের সাথে সমস্ত নামাযে উপস্থিত হওয়া মাকরুহ তথা নিষেধ।[৮৭]

(فرع) إذا أرادت المرأة حضور الجمعة فهو كحضورها لسائر الصلوات وحاصله أنها إن كانت شابة أو عجوزا تشتهي كره حضورها.

মহিলাগণ জুমআর নামায ও অন্যান্য নামাযে উপস্থিতির হুকুম একই। তা হল, যদি কোন নারী যুবতী বা এমন বৃদ্ধা হয়, যাদের কামভাব ও উত্তেজনা আসে। তাদের জন্য জামাতে উপস্থিত হওয়া মাকরুহ তথা নিষেধ।[৮৮]

ফিক্‌হে হাম্বলী:

ইবনে কুদামা রহ. মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

ولاجمعة على امرأة. أما المرأة فلا خلاف في أنها لاجمعة عليها قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ولذلك لاتجب عليها جماعة.

মহিলাদের উপর জুমআর নামায ওয়াজিব নয়। আর এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। ইবনে মুনযির রহ. বলেন, আহলে ইলম সকলে এ বিষয়ে একমত যে, মহিলাদের উপর জুমআ ওয়াজিব নয়। কেননা মহিলা পুরুষের মজমায় উপস্থিত হওয়ার অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণে মহিলাদের উপর জুমআ ওয়াজিব নয়।[৮৯]

---

৮৭. আল মাজমূ- ৪/৪৮৩-৪৮৪, নামায অধ্যায়, জুমআর নামায পরিচ্ছেদ, জুমআ ওয়াজিব নয়।
৮৮. আল মাজমূ- ৪/৪৯৬, নামায অধ্যায়, জুমআর নামায পরিচ্ছেদ, মহিলাদের জুমআ নামাযে উপস্থিতি।
৮৯. আল মুগনী- ২/১৯৩, জুমআর নামায অধ্যায়, মুসাফির দাস ও মহিলার জুমআ বিলুপ্তি।

ফিক্হে হানাফী:

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রহ. মৃত্যু ৫৯৩ হি. বলেন-

ولاتجب الجمعة على امرأة.

মহিলাদের উপর জুমআর নামায ওয়াজিব নয়।[৯০]

আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ কাসানী হানাফী রহ. মৃত্যু ৫৮৭ হি. বলেন-

وأما المرأة فلأنها مشغولة بخدمة الزوج ممنوعة عن الخروج إلى محافل الرجال لكون الخروج سببا للفتنة ولهذا لاجماعة عليهن ولاجمعة عليهن أيضا.

আর মহিলাগণ স্বামীর খেদমতে ব্যস্ত থাকবে। পুরুষের মজমায় যাওয়া তাদের জন্য নিষেধ। বের হলে ফিতনার আশঙ্কা। এ কারণে তাদের উপর জামাত ওয়াজিব নয় এবং তাদের উপর জুমআর বিধানও নেই।[৯১]

আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. মৃত্যু ১০৮৮ হি. বলেন-

ويكره حضورهن الجماعة ولولجمعة.

মহিলাদের জামাতে উপস্থিত হওয়া মাকরুহ। যদিও জুমআর জন্য হয়।[৯২]

মাসআলা: পুরুষগণ ঈদের নামায আদায় করবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

২২নং হাদীস: হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ হযরত আবু বকর রাযি. ও হযরত ওমর রাযি. তারা সকলে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায খুতবার পূর্বে আদায় করতেন।[৯৩]

৯০. আল হিদায়া- ১/১৬৯, নামায অধ্যায়, জুমআর নামায পরিচ্ছেদ।
৯১. বাদায়েউস সানায়ে- ২/১৮৯, নামায অধ্যায়, জুমআর শর্তাবলী বর্ণনা পরিচ্ছেদ।
৯২. আদ্দুররুল মুখতার- ২/৩০৭, নামায অধ্যায়, ইমামতি পরিচ্ছেদ।
৯৩. মুসলিম শরীফ- ১/২৯০, হা. ৮৮৮, ঈদের নামায অধ্যায়।

www.almodina.com

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِيْ يَوْمَ عِيْدٍ. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

২৩নং হাদীস: হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ঈদের খুৎবার পূর্বে নামায আদায় করেছেন। হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহ) মৃত্যু ২৫৬ হি. ও ইমাম মুসলিম রহ. মৃত্যু ২৬১ হি. এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।[৯৪]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى بِهِمْ يَوْمَ عِيْدٍ عِنْدَ دَارِ كَثِيْرٍ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ . هذا حديث صحيح .

২৪নং হাদীস: হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ঈদের দিন কাছীর ইবনে সলত রাযি. এর ঘরের নিকট সাহাবাদের নিয়ে নামায আদায় করেছেন। তিনি খুতবার পূর্বে সকলকে নিয়ে এ নামায আদায় করেন।[৯৫] সূত্রের দিক থেকে হাদীসটি সহীহ।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো, ঈদের নামায আদায় করবে পুরুষগণ।

উক্ত হাদীসের আলোকে ফকীহগণ বলেন- শুধু পুরুষগণ ঈদের নামায আদায় করবে।

ফিক্হে হানাফী:

আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ কাসানী হানাফী রহ. মৃত্যু ৫৮৭ হি. বলেন-

فكل ما هو شرط وجوب الجمعة فهو شرط وجوب صلاة العيدين وكذا الذكورة والعقل والبلوغ والحرية وصحة البدن والأقامة من شرائط وجوبها كما هي من شرائط وجوب الجمعة.

জুমআর নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য যে শর্তাবলি রয়েছে, উক্ত শর্তাবলি ঈদের নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্যও প্রযোজ্য। আর তা হলো, পুরুষ হওয়া, বোধশক্তি থাকা, বালেগ হওয়া, আযাদ হওয়া, সুস্থ থাকা, মুকীম হওয়া।[৯৬]

---

৯৪. আল মুস্তাদরাক- ১/২৯৫-২৯৬, ঈদের নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযের পূর্বে ও পরে নামায আদায় করবে না।
৯৫. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা- ৪/২০৭ হা. ৫৭২২, নামায অধ্যায়, ঈদের নামায খুত্বার পূর্বে।
৯৬. বাদায়েউস সানায়ে- ২/২৩৬,২৩৭, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে ওয়াজিবের শর্তাবলী পরিচ্ছেদ।

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রহ. মৃত্যু ৫৯৩ হি. বলেন-

تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة.

জুমআর নামায যাদের উপর ওয়াজিব, ঈদের নামাযও তাদের উপর ওয়াজিব।[৯৭]

মাসআলাঃ মহিলাগণ ঈদের জন্য বের হতে পারবে না এবং ঈদের জামাতে উপস্থিতও হবে না।

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: يُكْرَهُ خُرُوْجُ النِّسَاءِ فِي الْعِيْدَيْنِ. هذا حديث صحيح.

২৫নং হাদীসঃ হযরত ইবরাহিম নাখায়ী রহ. বলেন, মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়া মাকরুহ।[৯৮] হাদীসটির সনদ সহীহ

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كُرِهَ لِلشَّابَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيْدَيْنِ. هذا حديث صحيح.

২৬নং হাদীসঃ হযরত ইবরাহিম নাখায়ী রহ. বলেন, যুবতীরা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বাহির হওয়া নিষেধ তথা মাকরুহ।[৯৯] সনদ সূত্রে হাদীসটি সহীহ।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّه كَانَ لَايَخْرُجُ نِسَاءَه فِي الْعِيْدَيْنِ. إسناده حسن.

২৭নং হাদীসঃ হযরত ইবনে ওমর রাযি. তার স্ত্রীগণকে ঈদগাহে বের হতে দিতেন না।[১০০] সনদের দিক থেকে হাদীসটি হাসান।

عَنْ زُبَيْرٍ بْنِ الْعَوَامِّ: أَنَّه كَانَ لَايَدَعُ امْرَأَةً مِنْ اَهْلِه تَخْرُجُ إِلى فِطْرٍ وَلاَ إِلى أَضْحٰى . إسناده صحيح.

২৮নং হাদীসঃ হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাযি. তার পরিবারের কোন মহিলাকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় যেতে দিতেন না।[১০১] সূত্রের দিক থেকে হাদীসটি সহীহ।

---

৯৭. আল হিদায়া- ১/১৭২, নামায অধ্যায়, ঈদের নামায পরিচ্ছেদ।

৯৮. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ৪/২৩৪, হা. ৫৮৪৪, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে মহিলাদের যাওয়া অপছন্দনীয়।

৯৯. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ৪/২৩৫, হা. ৫৮৪৮, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে মহিলাদের যাওয়া অপছন্দনীয়।

১০০. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ৪/২৩৪, হা. ৫৮৪৫, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে মহিলাদের যাওয়া অপছন্দনীয়।

১০১. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ৪/২৩৪, হা. ৫৮৪৬, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে মহিলাদের যাওয়া অপছন্দনীয়।

وقوله: ''يكبرن مع الناس'' وكذلك قوله ''يشهدن الخيرودعوة المسلمين''يرد ماقاله الطحاوي : إن خروج النساء إلى العيد كان في صدر الإسلام لتكثير السواد ثم نسخ، وأيضا قدروى ابن عباس خروجهن بعد فتح مكة ، وقد أفتت به أم عطية بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم بمدة، كما فى البخاري. قلت: يؤيد ماقاله الطحاوي ماقدمناه في باب منع النساء عن الحضور في المساجد عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدى وأم سلمة مرفوعا ''صلاة المرأة في بيتها خيرمن صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها'' وعن عائشة رضي الله عنها ((لوأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد, كما منعت النساء بنى إسرائيل)) رواه مسلم.

فمجموع الأحاديث يشعربكون النساء مامورات بأن يشهدن الجماعة، وصلاة العيد أولا، ثم حضهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في البيوت، وقال ((إنّ صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدي))

ولكنه لم يعزم المنع عن شهود الجماعة. وهذا هو محمل مارواه ابن عباس من خروجهن بعد فتح مكة، ثم منعهن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفساد الزمان، كما يشعربه قوله عائشة ولا شك أنها أجل من أم عطية، وكان ابن مسعود رضي الله عنهما يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة، ويقول ((أخرجن إلى بيوتكن خير لكن. رواه الطبراني، ورجاله موثقون، أنه كان يحلف، فيبلغ في اليمين مامن مصلى للمرأة خير من بيتها، وقد تقدم ذلك كله مستوفى، فمن أطلق القول بكراهة خروجهن لم يرد الاحاديث الصحيحة بالأراء الفاسدة بل خصها بخير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة الأحاديث الصحيحة، وأقوال أجلة الصحابة رضي الله عنهم، ولا يخفى أن علة المنع تختص بالنساء فبقي الوجوب حق الرجال على حاله، فثبت أن صلاة العيدين، والخروج اليها واجبة على الرجال وهو المطلوب.

ولا يخفى أيضا أن قوله: ((وجب الخروج على كل ذات نطاق)) يعنى في العيدين صريح في الوجوب، فحمل الأمر فى حديث أم عطية على الندب، كما فعله بعضهم بعيد، بل الظاهر

الحمل على الوجوب، ولكنه نسخ في حق النساء، بدليل حديث أم حميد وأم سلمة وقول عائشة وابن مسعود وغيرهم، كما تقدم.[102]

উপরোক্ত হাদীস ও দীর্ঘ আলোচনায় বলা হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে হযরত আয়েশা রাযি., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি., হযরত উম্মে হুমাইদ রাযি. ও হযরত উম্মে সালামা রাযি. প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য দ্বারা মহিলাগণ ঈদের জন্য বের হতে পারবে না এবং ঈদগাহে উপস্থিতও হতে পারবে না। যুগের বিকৃতি ও ফিতনার আশঙ্কা। বিধায় মহিলাদের জন্য তা সম্পূর্ণ নিষেধ।

উপরোক্ত সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে ফকীহগণ বলেন, মহিলারা ঈদের জন্য বের হতে পারবে না এবং ঈদের জামাতেও উপস্থিত হবে না।

ফিক্বহে শাফেয়ী:

ইমাম নববী রহ. মৃত্যু ৬৭৬ হি. বলেন-

أما ذوات الهيئات وهن اللواتي يشتهين لجمالهن فيكره حضورهن هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور، فأما الشابة وذات الجمال ومن تشتهي فيكره لهن الحضور لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن .

যে সকল মহিলাদের সৌন্দর্যতায় মনে প্ররোচনা জাগে, তাদের উপস্থিতি মাকরূহ তথা নিষেধ। এটি এমন মাযহাব, যে বিষয়ে সকল ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ হয়েছেন। যুবতী ও সুন্দর মহিলা এবং যাদের কামনা বাসনা আছে তাদের উপস্থিতি নিষেধ। কেননা তাতে তাদের মাধ্যমে ফিতনা ছড়ানোর আশঙ্কা ছড়ানোর রয়েছে।[১০৩]

ফিক্বহে হাম্বলী:

ইবনে কুদামা রহ. মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

ولا شك بأن تلك يكره لها الخروج.

নিঃসন্দেহে ঐ সকল মহিলাদের বের হওয়া মাকরূহ।[১০৪]

ফিক্বহে হানাফী:

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. মৃত্যু ১০৮৮ হি. বলেন-

১০২. এ'লাউস সুনান- ৫/২৩৭৯-২৩৮১, হা. ২০৯৯ নং আলোচনা, ঈদ অধ্যায়, ঈদের নামায ওয়াজিব পরিচ্ছেদ।

১০৩. আল মাজমূ- ৫/৯, নামায অধ্যায়, ঈদের নামায পরিচ্ছেদ, প্ররোচনাহীন মহিলাদের উপস্থিতি মুস্তাহাব।

১০৪. আল-মুগনী- ২/২৩২, ঈদের নামায পরিচ্ছেদ, মহিলাদের জামাতের সাথে নামায পড়ার জন্য ঈদগাহে গমন।

ويكره حضورهن الجماعة ولو لعيد على المذهب المفتى به لفساد الزمان.

মহিলাগণ জামাতে উপস্থিত হওয়া মাকরূহ। যদিও ঈদের জন্য হয়। এটিই গ্রহনযোগ্য মতামত। যামানার ফাসাদের কারণে।[১০৫]

আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ কাসানী হানাফী রহ. মৃত্যু ৫৮৭ হি. বলেন-

أجمعوا على أنه لايرخص للشواب منهن الخروج في الجمعة والعيدين وشيئ من الصلاة لقوله تعالى وقرن في بيوتكن- الاحزاب ٣٣ والامر بالقرار نهي عن الانتقال ولأن خروجهن سبب الفتنة بلا شك والفتنة حرام وما أدى إلى الحرام فهو حرام.

সকলেই এ বিষয় ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যুবতী মহিলাগণ জুমআ, ঈদ ও অন্যান্য নামাযের জন্য বের হতে পারবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- তোমরা (মহিলারা) নিজেদের ঘরে অবস্থান কর। সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩, অবস্থান করার নির্দেশ দেওয়ার অর্থ হল, স্থানান্তর না হওয়া। মহিলাদের বের হওয়া নিঃসন্দেহে ফিতনার কারণ। আর ফিতনা হল হারাম। যে জিনিস হারামের দিকে পৌঁছিয়ে দেয় সেটাও হারাম হয়ে যায়।[১০৬]

আল্লামা ইবনে নুজাইম মিসরী হানাফী রহ. মৃত্যু ৯৭০ হি. বলেন-

ولايحضرن الجماعة لأنه لايؤمن الفتنة من خروجهن والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة كلها لظهور الفساد.

মহিলাগণ জামাতে উপস্থিত হবে না। কেননা তাদের ঘর থেকে বের হওয়া ফিতনা মুক্ত নয়। আর এ যামানায় ফাসাদ প্রকাশিত হওয়ায় ফাতওয়া হল, নারীদের জন্য যে কোন নামায জামাতে আদায় করা মাকরূহ তথা নিষেধ।[১০৭]

মাসআলা: পুরুষগণ তাকবীরে তাহরীমার সময় দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর উঠাবে।

عَنْ مَالِكٍ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوْعَ أُذُنَيْهِ.

---

১০৫. আদ্দুররুল মুখতার- ২/৩০৭, নামায অধ্যায়, ইমামতি পরিচ্ছেদ।
১০৬. বাদায়েউস সানায়ে- ২/২৩৭, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে ওয়াজিবের শর্তাবলী পরিচ্ছেদ।
১০৭. আল বাহরুর রায়েক- ১/৬২৭-৬২৮, নামায অধ্যায়, ইমামতি পরিচ্ছেদ।

www.almodina.com

২৯নং হাদীস: হযরত মালেক বিন হুওয়াইরিছ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ যখন তাকবীর দিতেন দু'হাত কান বরাবর উঠাতেন। অন্য রেওয়াতে আছে, কানের উপরের অংশ পর্যন্ত উঠাতেন।[১০৮]

أما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أى أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه .

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহ. মৃত্যু ৬৭৬ হি. বলেন, এ বিষয়ে সকলের ঐক্যমত যে, দু'হাত কাঁধ বরাবর এভাবে উঠাবে যে, আঙ্গুল কানের উপর অংশ পর্যন্ত ও বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি পর্যন্ত উঠবে।[১০৯]

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ إِبْهَامَيْهِ فِي الصَّلَاةِ إِلى شَحْمَةِ أُذْنَيْهِ. هذا حديث مرسل وحجة عند الجمهور.

৩০নং হাদীস: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি নামাযে দু'কানের লতি পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি।[১১০] বর্ণনাসূত্রে হাদীসটি মুরসাল যা জুমহুরে উলামার নিকট গ্রহণযোগ্য।

অতএব উক্ত সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীসের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয়, পুরুষগন তাকবীরে তাহরীমার সময় দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর উঠাবে।

উপরে বর্ণিত সহীহ ও দলীলযোগ্য হাদীসের উপর ভিত্তি করেই ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, পুরুষগণ তাকবীরে তাহরীমার সময় দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর উঠাবে।

ফিক্বহে শাফেয়ী:

ইমাম নববী রহ. মৃত্যু ৬৭৬ হি. বলেন-

أما محل الرفع فقال الشافعي في الأم ومختصر المزني والأصحاب يرفع حذو منكبيه والمراد أن تحاذي راحتاه منكبيه قال الرافعي والمذهب انه يرفعهما بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه وهذا معنى قول الشافعي.

১০৮. মুসলিম শরীফ- ১/১৬৮, হা. ৩৯১, নামায অধ্যায়, তাকবীরের তাহরীমার সময় কাঁধ বরাবর দু'হাত উঠানো মুস্তাহাব।

১০৯. শরহুন নববী- ১/১৬৮, নামায অধ্যায়, তাকবীরে তাহরীমার সময় কাঁধ বরাবর দু' হাত উঠানো মুস্তাহাব।

১১০. আবূ দাউদ শরীফ- ১/১০৮, হা. ৭৩৭, নামায অধ্যায়, নামায শুরু পরিচ্ছেদ।

www.almodina.com

নামাযে হাত উঠানোর পরিমাণ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী রহ. মৃত্যু ২০৪ হি. "কিতাবুল উম্ম" ও "মুখতাসারুল মুযানী"তে এবং শাফেয়ী মাযহাবের ইমামগণ বলেন, "কাঁধ বরাবর হাত উঠাবে" এ কথাটির উদ্দেশ্য হল, দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে, ইমাম রাফেয়ী রহ. মৃত্যু ৬২৩ হি. বলেন- মাযহাব হল, দু'হাত এভাবে উঠাবে যে, আঙ্গুলসমূহ কানের উপরের অংশ পর্যন্ত এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর হবে এবং হাত কাঁধ বরাবর হবে। এটিই শাফেয়ী রহ. মৃত্যু ২০৪ হি. উক্ত উক্তির ব্যাখ্যা।[১১১]

ফিক্হে হাম্বলী:

ইমাম ইবনে কুদামা রহ. মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

يرفع يديه إلي فروع أذنيه.

দু'হাত কান বরাবর উঠাবে।[১১২]

ফিক্হে হানাফী:

শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রহ. মৃত্যু ৫৯৩ হি. বলেন-

ويرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه.

পুরুষগণ দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দু'কানের লতি বরাবর উঠাবে।[১১৩]

ইমাম ইবনে হুমাম হানাফী রহ. মৃত্যু ৮৬১হি. বলেন–

ويرفع يديه حتى يحاذى بإبهاميه شحمتي أذنيه وبرؤوس أصابعه فروع أذنيه.

পুরুষগণ এভাবে হাত উঠাবে যে, দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দু'কানের লতি বরাবর এবং আঙ্গুলগুলির মাথা দু'কানের উপরের অংশ পর্যন্ত হয়।[১১৪]

শায়খুল ইসলাম মাহমুদ ইবনে আহমদ রহ. মৃত্যু ৬১৬ হি. বলেন-

وينبغي أن يرفع يديه حذاء أذنيه ويحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه.

পুরুষগণ দু'হাত কান বরাবর এবং দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর উঠাবে।[১১৫]

---

১১১. আল মাজমূ- ৩/৩০৫, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, নামাযে তাকবীরে তাহরীমার সময় দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠানো মুস্তাহাব।

১১২. আল মুগনী- ১/৫১১, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, দু'হাত উঠানো।

১১৩. আল হিদায়া- ১/১০০, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

১১৪. ফাতহুল ক্বাদীর- ১/২৮৬, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

১১৫. আল মুহীতুল বুরহানী- ১/৩৩২, নামায অধ্যায়, নামায আদায়ের পদ্ধতি ৪নং পরিচ্ছেদ তাকবীরে তাহরীমা ও তার স্থলাভিষিক্ত।

www.almodina.com

মাসআলা: মহিলাগণ তাকবীরে তাহরীমার সময় দু'হাত বুক বরাবর উঠাবে।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا. هذا حديث حسن له شواهد من الاصول والأثار.

৩১ নং হাদীস: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাযি. বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে বললেন- হে ওয়ায়েল! তুমি নামায আদায় করলে কান বরাবর হাত উঠাবে। আর মহিলা হাত (অর্থাৎ আঙ্গুলসমূহ) বুক (কাঁধ) বরাবর উঠাবে।[১১৬] বর্ণনাসূত্রে হাদীসটি হাসান।

عَنْ حَمَّادٍ: أَنَّه'كَانَ يَقُوْلُ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتَفْتَحَتِ الصَّلَاةَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلى ثَدْيَيْهَا. إسناده حسن.

৩২নং হাদীস: হযরত হাম্মাদ রহ. বলেন, যখন মহিলা নামায শুরু করবে হাত বুক পর্যন্ত উঠাবে।[১১৭] সনদ দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসটি হাসান।

عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ زَيْتُوْنَ قَالَ: رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا حِيْنَ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ. هذا حديث صحيح.

৩৩নং হাদীস: আব্দে রব্বিহি ইবনে যায়তুন রহ. বলেন, আমি উম্মে দারদাকে নামায শুরু করার সময় দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি।[১১৮] হাদীসটি সহীহ।

তাই সহীহ হাদীসের আলোকেই মহিলাগণ তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে।

এসব সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীসের আলোকে ফকীহগণ বলেছেন, মহিলারা তাকবীরে তাহরীমার সময় দু'হাত বুক বরাবর উঠাবে।

ফিক্হে হাম্বলী:

ইবনে কুদামা রহ. মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

فأما المرأة ترفع قليلا قال أحمد رفع دون الرفع.

---

১১৬. আল মু'জামুল কাবীর, তাবরানী- ৯/১৪৪, হা. ১৮৪৯৭, ওয়াও, ওয়ায়েল ইবনে হুজ্র হযরমী পরিচ্ছেদ, উম্মে ইয়াহয়া বিনতে আব্দুল জব্বার ইবনে ওয়ায়েল ইবনে হুজ্র তার চাচা আলাক্বামা থেকে।

১১৭. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা, ২/৪২১, হা. ২৪৮৮, নামায অধ্যায়, মহিলারা নামাযের শুরুতে হাত কোন পর্যন্ত উঠাবে?

১১৮. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা, ২/৪২১, হা. ২৪৮৫, নামায অধ্যায়, মহিলারা নামাযের শুরুতে হাত কোন পর্যন্ত উঠাবে?

মহিলাগণ হাত অল্প উঠাবে। আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. মৃত্যু ২৪১ হি. বলেন- হাত উঠাবে তবে অল্প (পুরুষের মত নয়)।[১১৯]

ফিক্‌হে হানাফী:

শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রহ. মৃত্যু ৫৯৩ হি. বলেন-

والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيها هو الصحيح لأنه أسترلها.

মহিলাগণ দু'হাত কাধ বরাবর উঠাবে। (অর্থাৎ দু'হাতের আঙ্গুলি এটাই সঠিক, কেননা তা দ্বারা সতর অধিক রক্ষা হয়।[১২০]

শায়খুল ইসলাম মাহমুদ ইবনে আহমদ রহ. মৃত্যু ৬১৬ হি. বলেন-

وأما المرأة ترفع يديها حذو منكبيها وهو الأصح لأن هذا أستر في حقها وما يكون استرلها فهو أولى.

আর মহিলাগণ দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে। এটাই সঠিক। কেননা এটা মহিলাদের ক্ষেত্রে অধিক আবরণীয়। আর যা অধিক আবরণীয়, সেটাই উত্তম।[১২১]

মাসআলা: পুরুষগণ তাকবীরে তাহরীমা শেষে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে হাত বাঁধবে।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِيْنَه' عَلى شِمَالِه فِي الصَّلَاة تَحْتَ السُّرَّة. إسناده صحيح

৩৪নং হাদীস: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাযি. বলেন- আমি রাসূল ﷺ কে নাভির নিচে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতে দেখেছি।[১২২] সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ . هذا حديث حسن .

৩৫নং হাদীস: হযরত আবু জুহাইফা রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আলী রাযি. বলেন- রাসূল ﷺ এর সুন্নাত হল, নামাযে এক হাত অপর হাতের উপর নাভির নিচে রাখা।[১২৩] বর্ণনাসূত্রে হাদীসটি হাসান

১১৯. আল মুগনী- ১/৫১৩, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, তাকবীরের সময় দু'হাত উঠানোর বৈশিষ্ট্য।

১২০. আল হিদায়া- ১/১০০, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

১২১. আল মুহীতুল বুরহানী- ১/৩৩২-৩৩৩, নামায অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, নামায আদায়ের পদ্ধতি, তাকবীরে তাহরীমা ও তার স্থলাভিষিক্ত।

১২২. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ৩/৩২১-৩২২, হা. ৩৯৫৯, নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ يَضَعُ يَمِيْنَه عَلى شِمَالِه فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ. إسناده حسن.

৩৬নং হাদীস: হযরত ইবরাহিম নাখায়ী রহ. বলেন, নামাযে নাভির নিচে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে।[১২৪] এ হাদীসটিও হাসান।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হল যে, ডান হাত বাম হাতের উপর নাভীর নিচে রাখবে।

বর্ণিত সহীহ হাদীসসমূহের আলোকেই ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত হল, পুরুষগণ তাকবীরে তাহরীমা শেষে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে হাত বাঁধবে।

ফিক্‌হে হাম্বলী:

ইবনে কুদামা রহ. মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

ويجعلهما تحت سرته.

তাকবীরে তাহরীমা শেষে নাভির নিচে হাত বাঁধবে।[১২৫]

ফিক্‌হে হানাফী:

শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রহ. মৃত্যু ৫৯৩ হি. বলেন-

ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة.

ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখবে।[১২৬]

ফখরুল মিল্লাতি ওয়াদ দীন মুহাম্মদ আওযাজন্দী রহ. মৃত্যু ২৯৫ হি. বলেন-

وكما فرغ من التكبير يضع يده اليمنى على اليسرى تحت السرة .

তাকবীর থেকে ফারেগ হলে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখবে।[১২৭]

মাসআলা: মহিলাগণ তাকবীরে তাহরীমা শেষে বুকের উপর হাত বাঁধবে।

أما في حق النساء فاتفقوا على أن السنة لهن وضع اليدين على الصدر لأنه أسترلها.

৩৭ নং দলীল: মহিলাদের নামাযের পদ্ধতিতে সকলে একমত যে, তাদের জন্য বুকের উপর হাত বাঁধা সুন্নাত। কারণ এটা তাদের জন্য পর্দার অধিক অনুকূলে।[১২৮]

ফিক্‌হে হানাফী:

মাহমুদ ইবনে আহমদ বদরুদ্দীন আইনী হানাফী রহ. মৃত্যু ৮৫৫ হি. বলেন-

---

১২৩. আবু দাউদ- ১/১১০, হা. ৭৫৬, নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।
১২৪. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ৩/৩২২, হা. ৩৯৬০, নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।
১২৫. আল মুগনী- ১/৫১৪, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, দু' হাত নাভির নিচে রাখা।
১২৬. আল হিদায়া- ১/১০২, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।
১২৭. ফাতাওয়া ক্বাযীখান- ১/৮৭, নামায অধ্যায়, নামায শুরু পরিচ্ছেদ।
১২৮. সিআয়া- ২/১৫৬, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

www.almodina.com

تضع المرأة يديها على صدرها.

মহিলা দু'হাত বুকের উপর বাঁধবে।[১২৯]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. মৃত্যু ১২৫২ হি. বলেন-

الكف على الكف تحت ثدييها: وكان الأولى أن يقول: على صدرها: الوضع على الصدر.

মহিলাগণ ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর বাঁধবে।[১৩০]

শায়খ ইবরাহিম হালাবী রহ. উল্লেখ করেছেন-

والمرأة تضعهما تحت ثدييها بالاتفاق لأنه أسترلها.

সকলে একমত যে, মহিলাগণ হাত বুকের উপর বাঁধবে। কেননা উহা সর্বাধিক আবরণীয়।[১৩১]

মাসআলা: পুরুষগণ রুকুর সময় পিঠ ও মাথা সোজা ও সমান্তরাল রাখবে। কনুই সোজা, দু'হাত পাজর থেকে দূরে রাখবে। দু'হাতের আঙ্গুল খোলা রেখে দু'হাটুতে ভর দিয়ে রুকু করবে।

عَنْ سَالِمٍ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُوْدٍ فَقُلْنَا لَه حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَافَى بِمِرْفَقَيْهِ. إسناده صحيح.

৩৮নং হাদীস: হযরত সালেম রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমরা আবু মাসউদ I এর নিকট গেলাম এবং বললাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায সম্পর্কে আমাদের হাদীস বর্ণনা করেন। অত:পর তিনি আমাদের সামনে দাঁড়ালেন ও তাকবীর দিলেন। যখন রুকুতে গেলেন হাতের তালু হাঁটুর উপর রাখলেন এবং কনুই (পাঁজর থেকে) দূর রাখেলন। বর্ণনাসূত্রে হাদীসটি সহীহ।[১৩২]

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنِ أَصَابِعِه . هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

৩৯নং হাদীস: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু করতেন, আঙ্গুলসমূহের মাঝে ফাঁকা রাখতেন। ইমাম মুসলিম রহ. মৃত্যু ২৬১ হি. এর শর্ত অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ।[১৩৩]

---

১২৯. আল বিনায়া- ২/১৮৩, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

১৩০. রদ্দুল মুহতার- ২/১৮৮, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

১৩১. গুনয়াতুল মুসতামলী- পৃ. ২৬২, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

১৩২. নাসায়ী শরীফ- ১/১১৮ হা. ১০৩৫, নামায অধ্যায়, রুকুতে হাতের তালু রাখার স্থানসমূহ পরিচ্ছেদ।

১৩৩. আল মুস্তাদরাক- ১/২২৪, নামায অধ্যায়, রাসূল (স) যখন রুকু করতেন, আঙ্গুলগুলি ফাঁকা রাখতেন।

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُجْزِيْ صَلَاةٌ لَايُقِيْمُ الرَّجُلُ فِيْهَا صُلْبَه' فِي الرُّكُوْعِ. هذا حديث صحيح.

৪০নং হাদীস: হযরত আবু মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, যে নামাযে পুরুষ মুসল্লি পিঠ সোজা রাখবে না, তা যথেষ্ট নয়। তার নামায যথেষ্ট হয় না।[১৩৪] সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

এসব সহীহ হাদীসের প্রতি লক্ষ করেই ফকীহগণ বলেছেন, পুরুষেরা রুকুতে পিঠ, মাথা সোজা ও সমান্তরাল রাখবে। দু'হাতের আঙ্গুলগুলি প্রশস্ত রেখে হাঁটু আঁকড়ে ধরবে।

ফিক্হে মালেকী:

يستحب للراكع أن يضع يديه على ركبتيه وبه يقول مالك.

ইমাম মালেক রহ. মৃত্যু ১৭৯ হি. বলেন, রুকুকারীর জন্য মুস্তাহাব হল, দুহাত হাটুর উপর রাখা।[১৩৫]

ফিক্হে শাফেয়ী:

ইমাম নববী রহ. মৃত্যু ৬৭৬ হি. বলেন-

وأن يضع يديه على ركبتيه ويفرق أصابعه وأن يمد ظهره وعنقه ولايقنع رأسه ولايصوبه وأن يجافي مرفقيه عن جنبيه.

রুকুতে দুহাত হাঁটুর উপর রাখবে। আঙ্গুল ফাঁক রাখবে। পিঠ, গর্দান প্রসারিত ও সোজা রাখবে। মাথা নীচুও করবে না খাড়াও রাখবে না এবং কনুই পাঁজর থেকে দূরে রাখবে।[১৩৬]

ফিক্হে হাম্বলী:

ইবনে কুদামা রহ. মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ولايرفع رأسه ولا يخفضه. وجملته أنه يستحب للراكع أن يضع يديه على ركبتيه قال أحمد ينبغي له إذا ركع أن يلقم راحتيه ركبتيه ويفرق بين أصابعه ويعتمد على ضبعيه وساعديه ويستوي ظهره ولايرفع راسه ولا ينكسه.

দু'হাত হাঁটুতে রাখবে। আঙ্গুলসমূহ ফাঁকা রাখবে। পিঠ প্রসারিত ও সোজা রাখবে। মাথা উঠাবেও না নীচুও রাখবে না। রুকুকারীর জন্য মুস্তাহাব পদ্ধতি হল,

---

১৩৪. নাসায়ী শরীফ- ১/১১৭, হা. ১০২৬, প্রারম্ভিক অধ্যায়, রুকুতে মেরুদণ্ড সোজা রাখা।
১৩৫. আল মুগনী- ১/৫৪১, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, রুকুর বৈশিষ্ট্য।
১৩৬. আল মাজমূ- ৩/৪০৬, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, রুকুতে ঝুকে যাওয়া।

দু'হাত দু'হাঁটুতে রাখা। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. মৃত্যু ২৪১ হি. বলেন, উচিত হল, যখন রুকু করবে হাতের তালু হাঁটুতে রাখবে। আঙ্গুলসমূহ ফাঁকা রেখে বাহুতে ভর দিবে। পিঠ সোজা রাখবে। আর মাথা উঠাবেও না নীচুও করবে না।[১৩৭]

ফিক্‌হে হানাফী:

শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রহ. মৃত্যু ৫৯৩ হি. বলেন-

يركع ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويبسط ظهره ولايرفع رأسه ولا ينكسه.

রুকুতে দু'হাত দু'হাটুকে আকড়ে ধরবে এবং আঙ্গুলগুলি প্রশস্ত রাখবে। পিঠ সমান্তরাল রাখবে। মাথা উঁচুও করবে না এবং নীচুও করবে না।[১৩৮]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. মৃত্যু ১০৮৮ হি. বলেন-

يكبر للركوع ويضع يديه معتمدا بهما على ركبتيه ويفرج أصابعه ويبسط ظهره ويستوي ظهره بعجزه غير رافع ولا منكس رأسه.

তাকবীর দিয়ে রুকু করবে, এবং দু'হাত হাঁটুকে আঁকড়ে ধরে রাখবে। আঙ্গুলসমূহ প্রশস্ত রাখবে। পিঠকে সোজা ও সমান্তরাল রাখবে। মাথা উঠাবে না এবং নীচুও করবে না।[১৩৯]

মাসআলা: মহিলাগণ উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিত রেখে হাঁটুর উপর হাত রাখবে। আঙ্গুল মিলিয়ে বাহু পাঁজরের সাথে মিলিত রেখে অল্প ঝুঁকে রুকু করবে। পিঠ সামান্য বাঁকা থাকবে। পুরুষের মত পুরোপুরি পিঠ সোজা রাখবে না।

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجْتَمِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلى بَطْنِهَا وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ.

هذا حديث صحيح.

৪১নং হাদীস: হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. মৃত্যু ১১৪ হি. বলেন- মহিলা জড়সড় হয়ে রুকু করবে। হাত পেটের সাথে মিলিয়ে (অর্থাৎ হাতের বাহু পাঁজরের সাথে ও আঙ্গুল মিলিয়ে রাখবে) যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে।[১৪০] সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

---

১৩৭. আল মুগনী- ১/৫৪১, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, রুকুর বৈশিষ্ট্য।

১৩৮. আল হিদায়া- ১/১০৫, ১০৬, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

১৩৯. আদ্দুররুল মুখতার- ২/১৯৬-১৯৭, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য।

১৪০. আল মুসান্নাফ, আবদুর রাযযাক- ৩/১৩৭, হা. ৫০৬৯, নামায অধ্যায়, দু' হাতে মহিলাদের তাকবীর, তাদের দাঁড়ানো ও রুকু পরিচ্ছেদ।

www.almodina.com

তাই সহীহ হাদীসের আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, মহিলারা উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিত রেখে হাঁটুর উপর হাত রাখবে বাহু পাঁজরের সাথে মিলিয়ে অল্প ঝুঁকে রুকু করবে। পিঠ সামান্য বাঁকা রাখবে।

ফিক্হে হাম্বলী:

ইবনে কুদামা রহ. মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر صلاتها.

মহিলা রুকু, সিজদা ও সমস্ত নামাযে যথাসম্ভব নিজেকে মিলিয়ে রাখবে।[১৪১]

ফিক্হে হানাফী:

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. মৃত্যু ১২৫২ হি. বলেন-

وتنحي في الركوع قليلا ولا تعقد ولا تفرج فيه أصابعها بل تضمها وتضع يديها على ركبتيها ولاتحنى ركبتيها وتنضم في ركوعها.

মহিলারা রুকুতে অল্প ঝুঁকবে। আর আঙ্গুলসমূহ গিঁটও বাঁধবে না এবং ফাঁকাও রাখবে না। বরং মিলিত রাখবে। তার দু'হাত দু'হাটুতে রাখবে এবং হাটু অল্প ঝুঁকাবে এবং মিলিত অবস্থায় রুকু করবে।[১৪২]

আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়াতে উল্লেখ হয়েছে,

والمرأة تنحني في الركوع يسيرا ولا تعتمد ولا تفرج أصابعها ولكن تضم يديها وتضع على ركبتيها وضعا وتحني ركبتيها ولاتجافي عضديها كذا في الزاهدي. والمرأة لاتجافي في ركوعها.

মহিলা রুকুতে অল্প ঝুঁকবে। আঙ্গুল দিয়ে হাঁটুকে আঁকড়ে ধরবে না এবং ফাঁকাও রাখবে না। বরং হাত মিলিয়ে রাখবে এবং হাটু ঝুঁকাবে। বাহু দূরে রাখবে না। মহিলা রুকুতে বাহু দূরে রাখবে না।[১৪৩]

মাসআলা: পুরুষগণ সিজদায় পিঠ সোজা বাহু পাঁজর থেকে দূরে এবং কনুই জমিন থেকে উঁচু রাখবে।

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُجْزِيْ صَلَاةٌ لَايُقِيْمُ الرَّجُلُ فِيْهَا صُلْبَه‘ فِي السُّجُوْدِ. هذا حديث صحيح.

১৪১. আল মুগনী- ১/৫১৩, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, তাকবীরের সময় দু'হাত উঠানোর বৈশিষ্ট্য, ৪নং অনুচ্ছেদ।
১৪২. রদ্দুল মুহতার- ২/২১১, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।
১৪৩. আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া- ১/৭৪-৭৫, নামায অধ্যায়, ৪নং পরিচ্ছেদ নামাযের বৈশিষ্ট্য, ৩নং অনুচ্ছেদ নামাযের সুন্নাতসমূহ।

৪২নং হাদীস: হযরত আবু মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে পুরুষ ব্যক্তি রুকু এবং সিজদায় পিঠ সোজা করে না, তার নামায পূর্ণ হয় না।[১৪৪] হাদীসটির সনদ সহীহ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّى يَبْدُوَ بَيَاضَ إِبِطَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ يَدَيْهِ عَنْ إِبِطَيْهِ حَتّى إِنِّيْ لَأَرى بَيَاضَ إِبِطَيْهِ.

৪৩নং হাদীস: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহায়না রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ যখন নামায পড়তেন দু'হাতের মাঝে এ পরিমাণ ফাঁক রাখতেন যে, বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত প্রকাশ পেয়ে যেত।

হযরত লাইছ রহ. এর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল ﷺ যখন সিজদা করতেন হাত বগল থেকে এত ফাঁকা রাখতেন যে, রাসূল ﷺ এর বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখেছি।[১৪৫]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

৪৫নং হাদীস: হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা ধীরস্থিরভাবে সিজদা কর এবং তোমাদের কেউ কুকুরের ন্যায় হাত বিছাবে না।[১৪৬]

عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَائَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّبَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ.

৪৫নং হাদীস: হযরত মাইমূনা রাযি. বলেন, রাসূল ﷺ যখন সিজদা করতেন, যে কোন ছাগল ছানা অনায়েসে তার দু'হাতের মাঝখান দিয়ে যাতায়াত করতে পারত।[১৪৭]

১৪৪. নাসায়ী শরীফ- ১/১২৫, হা. ১১১০, প্রারম্ভিক অধ্যায়, সিজদায় মেরুদণ্ড সোজা রাখা পরিচ্ছেদ।
১৪৫. মুসলিম শরীফ- ১/১৯৪, হা. ৪৯৫, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য ও তার শুরু ও শেষ, রুকু ও সিজদার বৈশিষ্ট্য ও তার ধীরস্থীরতা পরিচ্ছেদ।
১৪৬. বুখারী শরীফ- ১/১১৩, হা. ৮১৪, আযান অধ্যায়, সিজদায় হাত যমিনে বিছাবে না পরিচ্ছেদ।
১৪৭. মুসলিম শরীফ- ১/১৯৪, হা. ৪৯৬, নামায অধ্যায়, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য ও তার শুরু ও শেষ, রুকু ও সিজদার বৈশিষ্ট্য ও তার ধীরস্থীরতা পরিচ্ছেদ।

www.almodina.com

ফকীহগণ সহীহ হাদীসসমূহের এসব বর্ণনার উপর ভিত্তি করেই বলেন, পুরুষরা সিজদায় পিঠ সোজা, বাহু পাজর থেকে দূরে, কনুই যমিন থেকে উচুঁ রাখবে।

ফিক্হে শাফেয়ী:

ইমাম নববী রহ. মৃত্যু ৬৭৬ হি. বলেন-

ويستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه وأن يقل بطنه عن فخذيه.

মুস্তাহাব হল, কনুই পাঁজর থেকে এবং পেট রান থেকে দূরে রাখবে।[১৪৮]

ফিক্হে হাম্বলী:

ইবনে কুদামা রহ. মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه.

বাহু পাঁজর থেকে এবং পেট রান থেকে এবং রান নলা থেকে দূরে রাখবে।[১৪৯]

আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা রহ. মৃত্যু ৬৮২ হি. বলেন-

التجافي في السجود للرجل مستحب.

সিজদায় এক অঙ্গ অপর অঙ্গ থেকে দূরে রাখা পুরুষের জন্য মুস্তাহাব।[১৫০]

ফিক্হে হানাফী:

শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রহ. মৃত্যু ৫৯৩ হি. বলেন-

سجد ويعتمد بيديه على الأرض ويجافي بطنه عن فخذيه.

পুরুষগণ সিজদায় দু'হাতের তালু যমিনের উপর রাখবে। পেট উরু থেকে দূরে রাখবে।[১৫১]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. মৃত্যু ১০৮৮ হি. বলেন-

ويسجد واضعا ركبتيه ويظهر عضديه ويباعد بطنه عن فخديه ليظهر كل عضو بنفسه.

পুরুষরা হাঁটু যমিনে রেখে সিজদা করবে। উভয় বাহু পৃথক থাকবে এবং পেট রান থেকে দূরে রাখবে, যাতে প্রতিটি অঙ্গ প্রকাশ পায়।[১৫২]

ইমাম তাহের ইবনে আব্দুর রশিদ আল বুখারী রহ. বলেন-

ويضع يديه في السجود حذاء أذنيه ويوجه أصابعه نحو القبلة وكذا أصابع رجليه في السجود ويعتمد على راحتيه ويبدئ ضبعيه عن جنبيه ولا يفترش ذراعيه. هذا في الرجل.

---

১৪৮. আল মাজমূ- ৩/৪২৯, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, দূরে রাখা মুস্তাহাব।

১৪৯. আল মুগনী- ১/৫৭৯, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, সিজদার বৈশিষ্ট্য।

১৫০. আশ শরহুল কাবীর- ১/৫৫৯, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, সিজদার বৈশিষ্ট্য।

১৫১. আল হিদায়া- ১/১০৮, ১০৯, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

১৫২. আদ্দুররুল মুখতার- ২/২০২, ২১০, নামায অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

www.almodina.com

সিজদায় হাত কান বরাবর রাখবে এবং হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলার দিকে রাখবে। হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে বাহু পাঁজর থেকে দূরে রাখবে। বাহু বিছাবে না।[১৫৩]

মাসআলা: মহিলাগণ সিজদার সময় দুই রানের সঙ্গে পেট এবং পাঁজরের সঙ্গে বাহু মিলিয়ে হাত কনুই পর্যন্ত যমিনের সাথে লাগিয়ে দু'পা ডান দিকে বের করে যথাসম্ভব চেপে সিজদা করবে।

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ إِذَا سَجَدْتُّمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِيْ ذٰلِكَ كَالرَّجُلِ. هذا حديث محتج به.

৪৬নং হাদীস: হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবী হাবীব রহ. বলেন- একবার রাসূল ﷺ নামাযরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন- যখন তোমরা সিজদা করবে, শরীর যমিনের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা এক্ষেত্রে মহিলাগণ পুরুষের মত নয়।[১৫৪] উক্ত হাদীসটি দলীলযোগ্য।

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فَإِذَا سَجَدَتْ فَلْتَضُمَّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا وَتَضُمُّ بَطْنَهَا وَصَدَرَهَا إِلَى فَخْذَيْهَا وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ. إسناده صحيح.

৪৭নং হাদীস: হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. বলেন- মহিলা সিজদা করলে হাত মিলিয়ে রাখবে। পেট ও সিনা উরুর সাথে মিলিয়ে যথাসম্ভব জড়সড় করে রাখবে।[১৫৫] সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসটি সহীহ।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ وَلْتَلْصَقْ فَخْذَيْهَا بِبَطْنِهَا. إسناده حسن.

৪৮নং হাদীস: হযরত আলী রাযি. বলেন- মহিলারা যখন সিজদা করবে, খুব জড়সড় হয়ে করবে। উরু পেটের সাথে মিলিয়ে রাখবে।[১৫৬] সনদের দিক থেকে হাদীসটি হাসান।

---

১৫৩. খুলাছাতুল ফাতাওয়া- ১/৫৪, নামায অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, রুকু ও সিজদা।
১৫৪. মারাসীলে আবী দাউদ- পৃ. ৮, নামাযের সময় ঘুমানো পরিচ্ছেদ।
১৫৫. আল মুসান্নাফ, আবদুর রাযযাক- ৩/১৩৭, হা. ৫০৬৯, দু'হাতে মহিলার তাকবীর, খাড়া ও হওয়া, রুকু ও সিজদা পরিচ্ছেদ।
১৫৬. আল মুসান্নাফ, আবদুর রাযযাক- ৩/১৩৮, হা. ৫০৭২, দু'হাতে মহিলার তাকবীর, খাড়া হওয়া, রুকু ও সিজদা পরিচ্ছেদ।

www.almodina.com

ফুকাহায়ে কেরাম উক্ত সহীহ হাদীসসমূহের আলোকেই বলেন- মহিলাগণ সিজদার সময় দুই রানের সাথে পেট এবং পাজরের সাথে বাহু মিলিয়ে হাত কনুই পর্যন্ত যমিনের সাথে লাগিয়ে যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে সিজদা করবে।

ফিক্‌হে শাফেয়ী:

ইমাম নববী রহ. মৃত্যু ৬৭৬ হি. বলেন-

وإن كانت امرأة ضمت بعضها إلى بعض لأن ذلك أسترلها. قال الشافعي والأصحاب تضم المرأة بعضها إلى بعض.

মহিলা হলে এক অঙ্গ অপর অঙ্গের সাথে মিলিয়ে সিজদা করবে। কেননা এটা তার সতরের জন্য অধিক উপযোগী।

ইমাম শাফেয়ী রহ. মৃত্যু ২০৪ হি. ও তার আসহাব বলেন- মহিলা এক অঙ্গ অপর অঙ্গের সাথে মিলিয়ে রাখবে।[১৫৭]

ফিক্‌হে হাম্বলী:

ইবনে কুদামা রহ. মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

تجمع نفسها في السجود وسائر صلاتها.

মহিলা নিজেকে সিজদা ও পূর্ণ নামাযে মিলিয়ে রাখবে।[১৫৮]

আব্দুর রহমান আল যাযীরী উল্লেখ করেন,

المرأة لايسن لها المجافاة في الركوع والسجود بل السنة لها أن تجمع نفسها وتجلس مسدلة رجليها عن يمينها وهوالأفضل.

মহিলার জন্য রুকু ও সিজদায় এক অঙ্গ অপর অঙ্গের থেকে দূরে রাখা সুন্নাত নয়। বরং সুন্নাত হল, যথাসম্ভব নিজেকে মিলিয়ে রাখবে এবং পা ডান দিকে বের করে দিয়ে বসবে। এটিই উত্তম।[১৫৯]

ফিক্‌হে হানাফী:

শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রহ. মৃত্যু ৫৯৩ হি. বলেন-

والمرأة تنخفض في سجودها وتلزق بطنها بفخذيها لأن ذلك أسترلها.

মহিলাগণ সিজদায় নিচু হয়ে পেট উরুর সাথে লাগিয়ে দিবে। কেননা উহা তার সতরের জন্য অধিক উপযোগী ।[১৬০]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. মৃত্যু ১০৮৮ হি. বলেন-

والمرأة تنخفض فلا تبدي عضديها وتلصق بطنها بفخذيها لأنه أستر.

---

১৫৭. আল মাজমূ- ৩/৪২৯, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, দূরে রাখা মুস্তাহাব, শরাহ।

১৫৮. আল মুগনী- ১/৫১৩, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, তাকবীরের সময় দু'হাত উঠানোর বৈশিষ্ট্য, ৪নং অনুচ্ছেদ।

১৫৯. কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা- ১/২৪৯, নামায অধ্যায়, নামাযের সুন্নাতসমূহ গণনা।

১৬০. আল হিদায়া- ১/১১০, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

মহিলাগণ নিচু হয়ে সিজদা করবে। যাতে বাহু প্রকাশ না পায় এবং পেট রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা এটা অধিক পর্দা ও সতর উপযোগী।[১৬১]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. মৃত্যু ১২৫২ হি. বলেন-

وتنضم في سجودها وتفترش ذراعيها.

মহিলাগণ সিজদা মিলিত হয়ে করবে এবং হাত বিছিয়ে দিবে।[১৬২]

ফকীহ তাহের ইবনে আব্দুর রশিদ আল বুখারী রহ. বলেন-

والمرأة لا تجافي في سجودها وتقعد على رجليها وأن جعلت رجليها من جانب وتقعد وفي السجدة تفترش بطنها على فخذيها.

মহিলাগণ হাত পাজর থেকে দূরে রাখবে না। আর দু'পা ডান দিকে বের করে বসবে এবং সিজদায় পেট উরুর সাথে লাগিয়ে দিবে।[১৬৩]

মাসআলা: পুরুষগণ সিজদা থেকে উঠে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে। ডান পা খাড়া রাখবে এবং ডান পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী অবস্থায় রাখবে।

عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ اسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ، جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى.

৪৯নং হাদীস: হযরত আবু হুমায়দ রাযি. বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে দেখেছি, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন পায়ের আঙ্গুলগুলি কিবলার দিকে রাখতেন। যখন বসতেন বাম পায়ের উপর বসে ডান পা খাড়া রাখতেন।[১৬৪]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصُبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ الْيُسْرَى.

৫০নং হাদীস: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নামাযের সুন্নাত হল ডান পা খাড়া রাখা এবং বাম পায়ের উপর বসা।[১৬৫]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصُبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ.

---

১৬১. আদ্দুররুল মুখতার- ২/২১১, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।
১৬২. রদ্দুল মুহতার- ২/২১১, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।
১৬৩. খুলাছাতুল ফাতাওয়া- ১/৫৪, নামায অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, রুকু ও সিজদা।
১৬৪. বুখারী শরীফ- ১/১১৪, হা. ৮২০, আযান অধ্যায়, বৈঠকের সুন্নাত পরিচ্ছেদ।
১৬৫. বুখারী শরীফ- ১/১১৪, হা. ৮১৯, আযান অধ্যায়, তাশাহহুদে বৈঠকের সুন্নাত পরিচ্ছেদ।

www.almodina.com

৫১নং হাদীস: হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূল ﷺ বাম পায়ের উপর বসতেন। ডান পা খাড়া রাখতেন এবং শয়তানের মত নিতম্ব যমিনে রেখে বসতে নিষেধ করেছেন।[১৬৬]

এ কারণে ফকীহগণ বলেছেন, পুরুষগণ সিজদা থেকে উঠে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে। ডান পা খাড়া রাখবে। ডান পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী অবস্থায় রাখবে।

ফিক্‌হে হানাফী:

শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রহ. মৃত্যু ৫৯৩ হি. বলেন-

وإذا رفع رأسه من السجدة إفترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبلة

সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া করে দিবে। আর আঙ্গুলগুলো কিবলার দিকে রাখবে।[১৬৭]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. মৃত্যু ১০৮৮ হি. বলেন-

يفترش الرجل رجله اليسرى فيجعلها بين إليتيه ويجلس عليها وتنصب رجله اليمنى ويوجه أصابعه في المنصوبة نحو القبلة.

পুরুষগণ বাম পা নিতম্বের নিচে বিছিয়ে তার উপর বসবে। আর ডান পা খাড়া করে দিবে এবং আঙ্গুলগুলো কিবলার দিকে ফিরাবে।[১৬৮]

মাসআলা: মহিলাগণ সিজদা থেকে উঠেও উভয় পা ডান দিকে বের করে নিতম্বের উপর বসবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّه سُئِلَ كَيْفَ كَانَ النِّسَاءُ يُصَلِّيْنَ عَلى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ كُنَّ يَتَرَبَّعَنَ ثُمَّ أُمِرْنَ أَنْ يَّحْتَفِزْنَ . هذا حديث حسن بشواهده.

قال الأستاذ الفقيه الشيخ أبو الوفاء الأفغاني، وهذا أقوى وأحسن ماروى في هذا الباب.

৫২নং হাদীস: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. কে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূল ﷺ এর যুগে মহিলারা কিভাবে নামায আদায় করতেন? তিনি বলেন, আগে চার জানু হয়ে বসতেন পরে তাদেরকে জড়সড় হয়ে বসতে বলা হয়েছে।[১৬৯] বর্ণনাসূত্রে হাদীসটি হাসান।

---

১৬৬. মুসলিম শরীফ- ১/১৯৪-১৯৫, হা. ৪৯৮, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য ও তার শুরু ও শেষ, রুকু ও সিজদার বৈশিষ্ট্য ও তার ধরীস্থীরতা পরিচ্ছেদ।

১৬৭. আল হিদায়া- ১/১১১, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

১৬৮. আদ্দুররুল মুখতার- ২/২১৬, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

১৬৯. জামেউল মাসানীদ- ১/৪৯৬, হা. ৬৫১, নামায সম্পর্কে ৫নং পরিচ্ছেদ, ৫নং অনুচ্ছেদ নামাযের অবস্থা ও তার মধ্যে সন্দেহ ও ওয়াজিবের শর্তাবলী।

মুহাদ্দিস আবুল ওয়াফা আল আফগানী রহ. বলেন, এ বিষয়ে উক্ত হাদীসটি সর্বাধিক শক্তিশালী।[১৭০]

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنَّ نِسَاءُ ابْنِ عُمَرَ يَتَرَبَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ. هذا حديث حسن.

৫৩নং হাদীস: হযরত নাফে রহ. বলেন, হযরত ইবনে ওমর রাযি. এর স্ত্রীগণ নামাযে তারাব্বু করতেন। অর্থাৎ দু'পা ডান দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসতেন।[১৭১] হাদীসটি হাসান।

عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ قَالَ: كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِي الصَّلَاةِ وَلَايَجْلِسْنَ جُلُوْسَ الرِّجَالِ عَلىٰ أَوْرَاكِهِنَّ يُتَّقى ذلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ مَخَافَةَ أَنْ يَّكُوْنَ مِنْهَا الشَّيْئُ .هذا حديث حسن.

৫৪নং হাদীস: হযরত খালেদ ইবনে লাজলাজ রহ. বলেন, মহিলাদের আদেশ করা হত, তারা যেন দু'পা ডান দিকে বের করে নিতম্বের উপর বসে। পুরুষের মত না বসে। কোন কিছু প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মহিলাদের এমনটি করতে বলা হয়েছে।[১৭২] হাদীসটি হাসান।

قال: محمد أحب إلينا أن تجمع رجليها فى جانب ولا تنصب انتصاب الرجل.

হযরত ইমাম মুহাম্মদ রহ. মৃত্যু ১৮৯ হি. বলেন, আমাদের নিকট পছন্দনীয় হল, মহিলা দু'পা এক পাশে (ডানে) মিলিয়ে রাখবে এবং পুরুষের মত খাড়া করে রাখবে না।[১৭৩]

উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহের আলোকেই ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, মহিলাগণ উভয় পা ডান দিকে বের করে নিতম্বের উপর বসবে।

ফিক্হে হানাফী:

শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রহ. মৃত্যু ৫৯৩ হি. বলেন-

وإن كانت امرأة جلست على إليتها اليسرى وأخرجت رجليها من الجانب الأيمن.

মহিলাগণ বাম নিতম্বের উপর বসবে এবং দু'পা ডান দিকে বের করে দিবে।[১৭৪]

---

১৭০. কিতাবুল আ'সার, তাহকীক- আবুল ওয়াফা আফগানী- ১/৬০৮, নামায অধ্যায়, মহিলাদের ইমামতি ও নামাযে বসা পরিচ্ছেদ।

১৭১. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ২/৫০৭, হা. ২৮০৫, নামায অধ্যায়, মহিলা নামাযে কিভাবে বসবে।

১৭২. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ২/৫০৬, হা. ২৭৯৯, নামায অধ্যায়, মহিলা নামাযে কিভাবে বসবে।

১৭৩. কিতাবুল আ'সার- পৃ. ৬৬, হা. ২১৮, নামায অধ্যায়, মহিলার ইমামতি ও নামাযে বসা পরিচ্ছেদ।

১৭৪. আল হিদায়া- ১/১১১, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

www.almodina.com

উছমান ইবনে আলী যায়লায়ী হানাফী রহ. মৃত্যু ৭৪৩ হি. বলেন-

وهى تتورك أي المرأة لأنه أسترلها.

মহিলাগণ নিতম্বের উপর বসবে। কেননা এটা পর্দা ও সতরের অধিক উপযোগী।[১৭৫]

অতএব সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস ও ইসলামী ফিক্‌হের আলোকে দীর্ঘ আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণিত হল যে, শরীয়ত নামাযে নারী ও পুরুষের ব্যবধান করে দিয়েছে।

একথাও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, ফুকাহায়ে কেরাম সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীসের আলোকে ইজতিহাদ করে ইসলামী ফিক্‌হ রচনা করেছেন এবং সহীহ হাদীসের উপর আমল করেছেন। সুতরাং একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ফুকাহায়ে কেরাম ফিক্‌হ রচনার ক্ষেত্রে হাদীসের অনুসরণ করেছেন। বরং বলা চলে তারাই হাদীসের প্রকৃত অনুসারী।

সত্যি বলতে কি এমন একটি হাদীসও নেই, যেখানে বলা হয়েছে যে, পুরুষ ও মহিলা একই নিয়মে ও একই ভঙ্গিমায় নামায আদায় করবে।

তথাকথিত আহলে হাদীস গাইরে মুকাল্লিদগণ উপর্যুক্ত গ্রহণযোগ্য হাদীসের উপর দৃষ্টিপাত করেও সেটাকে ভুল আখ্যা দেওয়ার প্রবণতা তাদের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। যা জনগণের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ানো বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের উক্ত বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করুন ও সকলকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমিন

অকিল উদ্দিন
উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ
দারুল উলূম হাটহাজারী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
৬ জিলক্বদ ১৪৩৩ হিজরী
২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ ঈসায়ী
সকাল ৮: ৩৭ মিনিট।

১৭৫. তাবয়ীনুল হাকায়েক- ১/৩১৩, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

পুস্তিকাটিতে যা পেলাম

* ১নং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, রাসূল সা. পুরুষগণকে বলেছেন, "আমি যেভাবে নামায আদায় করি, সেভাবে তোমরাও নামায আদায় করবে।" একথা পুরুষদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

* ২ ও ৩ নং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো, নারী ও পুরুষ নামায আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। নামাযে কোন বিষয়ে সতর্ক করার জন্য পুরুষগণ তাসবীহ বলবে ও মহিলাগণ হাত দ্বারা শব্দ করবে।

* ৪,৫,৬,৭,৮,৯ ও ১০ নং হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হলো, পুরুষগণ আযান ও ইকামত দিবে। আর মহিলাগণ আযান ও ইকামত দিবে না।

* ১১,১২,১৩,১৪,১৫ ও ১৬ নং হাদীস দ্বারা জানা গেলো, পুরুষগণ মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করবে। আর মহিলাগণ মসজিদে গমন করবে না।

* ১৭,১৮,১৯,২০ ও ২১ নং হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, পুরুষগণ জুমআর নামায আদায় করবে। আর মহিলাদের উপর জুমআর নামায নেই।

* ২২,২৩,২৪,২৫,২৬,২৭ ও ২৮ নং হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয়েছে, পুরুষগণ ঈদের নামায আদায় করবে। মহিলাগণ ঈদের জন্য বের হবে না। ঈদের জামাতেও উপস্থিত হবে না।

* ২৯,৩০,৩১,৩২ ও ৩৩ নং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, পুরুষগণ তাকবীরে তাহরীমার সময় দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর উঠাবে। আর মহিলাগণ দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে।

* ৩৪,৩৫,৩৬ ও ৩৭ নং হাদীস ও দলীলের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, পুরুষগণ ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে হাত বাধবে। আর মহিলাগণ বুকের উপর হাত বাঁধবে।

* ৩৮,৩৯,৪০ ও ৪১ নং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, পুরুষগণ রুকুতে পিঠ ও মাথা সোজা ও সমন্তরাল রাখবে। বাহু পাঁজর থেকে দূরে রাখবে। আর মহিলাগণ বাহু পাঁজরের সাথে মিলিয়ে অল্প ঝুকে রুকু করবে। পিঠ সামান্য বাঁকা রাখবে।

* ৪২,৪৩,৪৪,৪৫,৪৬,৪৭ ও ৪৮ নং হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হলো, পুরুষগণ সিজদায় পিঠ সোজা, বাহু পাজর থেকে দূরে, কনুই যমিন থেকে উঁচু রাখবে। মহিলাগণ দু'রানের সঙ্গে পেট এবং পাঁজরের সঙ্গে বাহু মিলিয়ে হাত কনুই পর্যন্ত যমিনের সাথে লাগিয়ে যথাসম্ভব চেপে সিজদা করবে।

* ৪৯,৫০,৫১,৫২,৫৩ ও ৫৪ নং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো, পুরুষগণ সিজদা থেকে উঠে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে, ডান পা খাড়া রাখবে। আর মহিলাগণ উভয় পা ডান দিকে বের করে নিতম্বের উপর বসবে।

অকিল উদ্দিন
১৮ সফর ১৪৩৪ হিজরী
০১ জানুয়ারী ২০১৩ ঈসায়ী
সকাল ৯:৫৩ মিনিট

সহায়ক গ্রন্থাবলী

নং	কিতাবের নাম	লেখকের নাম	মৃত্যু	প্রকাশনা
১	বুখারী শরীফ	মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী	২৫৬ হি.	আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ
২	মুসলিম শরীফ	আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ	২৬১ হি.	,,
৩	নাসায়ী শরীফ	আহমদ ইবনে শুয়াইব ইবনে আলী	৩০৩ হি.	,,
৪	আবু দাউদ শরীফ	আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআছ	২৭৫ হি.	,,
৫	মারাসীলে আবী দাউদ	আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআছ	২৭৫ হি.	,,
৬	আল মুস্তাদরাক	আবু আব্দুল্লাহ হাকেম নিসাবুরী		দারুল মা'রিফা
৭	আল মুসান্নাফ, আব্দুর রাযযাক	আবু বকর আব্দুর রাযযাক ইবনে হাম্মাম	২১১ হি.	আল মাজলিসুল ইলমী
৮	আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা	আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবী শায়বা	২৩৫ হি.	ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়া, করাচী, পাকিস্তান
৯	আস সুনানুল কুবরা, বায়হাকী	আবু বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী বায়হাকী	৪৫৮ হি.	দারুল ফিক্‌র
১০	সহীহ ইবনে খুযায়মা	আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক	৩১১ হি.	আল মাকতাবুল ইসলামী
১১	আল মু'জামুল কাবীর, তবরানী	আবুল কাসেম সুলায়মান বিন আহমদ তাবরানী	৩৬০ হি.	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
১২	জামেউল মাসানীদ	মুহাম্মাদ ইবনে মাহমূদ খাওয়ারযামী		মাকতাবায়ে হানাফিয়া
১৩	কিতাবুল আ'সার	মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শায়বানী	১৮৯ হি.	নিউ মদীনা কুতুবখানা
১৪	এ'লাউস সুনান	যফর আহমদ উছমানী	১৩৯৪ হি.	দারুল ফিক্‌র
১৫	আত তালখীসুল হাবীর	আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আসকালানী	৮৫২ হি.	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
১৬	আ'সারুস সুনান	মুহাম্মদ ইবনে আলী নিমবী	১৩২২ হি.	মাকতাবাতুল বুশরা
১৭	ফাতহুল বারী	ইবনে হাজার আসকালানী	৮৫২ হি.	দারুস সালাম, রিয়াদ
১৮	উমদাতুল কারী	আল্লামা বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমূদ ইবনে আহমদ আল আইনী	৮৫২ হি.	আল মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ
১৯	শরহুন নববী	ইমাম নববী	৬৭৬ হি.	আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ
২০	মাআ'রিফুস সুনান	আল্লামা ইউসুফ বানুরী	১৩৯৭ হি.	এইচ,এম সাঈদ কোম্পানী, পাকিস্তান
২১	বযলুল মাজহুদ	শায়খ খলীল আহমদ সাহারানপুরী	১৩৪৬ হি.	মাকতাবায়ে কাসেমী
২২	কিতাবুল আ'সার (তাহকীক)	আবুল ওয়াফা আফগানী		দারুল কুতুবিল ইলমিয়া

২৩	সবুলুস সালাম শরহু বুলূগিল মারাম	মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আমীর ইয়ামানী ছানআনী	১১৮২ হি.	দারুল হাদীস, আল কাহেরা
২৪	মুখতাসারুল জুরজানী	আল্লামা জুরজানী	৮১৬ হি.	আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া আ'যম কাদ্দা, হিন্দ
২৫	যফারুল আমানী	আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী	১৩০৪ হি.	আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া আযম কাদ্দা, হিন্দ
২৬	মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ	উছমান ইবনে আব্দুর রহমান	৬৪৩ হি.	আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ।
২৭	তাকরীবুন নববী	ইয়াহইয়া ইবনে শরফ	৬৭৬ হি.	দারুল হাদীস, কাহেরা।
২৮	তাদরীবুর রাবী	জালালুদ্দীন সুয়ূতী	৯১১ হি.	দারুল হাদীস, কাহেরা।
২৯	আত তাকয়ীদ ওয়াল ইযাহা	আব্দুর রহিম ইবনে হুসাইন	৮০৬ হি.	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া।
৩০	কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস	যফর আহমদ উছমানী	১৩৯৪ হি.	মাকতাবুলমাতবুআতিল ইসলামিয়া।
৩১	ফাতাওয়া ক্বাযীখান	ফখরুল মিল্লাতি ওয়াদ্দীন মুহাম্মাদ আওঝাজন্দী	২৯৫ হি.	মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ।
৩২	আল হিদায়া	আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী	৫৯৩ হি.	আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা।
৩৩	আল বিনায়া	বদরুদ্দীন আইনী মাহমুদ ইবনে আহমদ হানাফী	৮৫৫ হি.	আল মাকতাবাতুন নাঈমিয়া, দেওবন্দ।
৩৪	আল মুহীতুল বুরহানী	শায়খুল ইসলাম মাহমুদ ইবনে আহমদ	৬১৬ হি.	দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী
৩৫	আদ্দুররুল মুখতার	আলাউদ্দীন হাসকাফী	১০৮৮ হি.	যাকারিয়া বুকডিপো, দেওবন্দ
৩৬	রদ্দুল মুহতার	আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী	১২৫২ হি.	,,
৩৭	আল বাহরুর রায়েক	আল্লামা ইবনে নুজাইম মিশরী	৯৭০ হি.	,,
৩৮	বাদায়েউস সনায়ে	আল্লামা আবু বকর ইবনে মাসউদ	৫৮৭ হি.	দারুল হাদীস, আল কাহেরা
৩৯	ফাতহুল ক্বাদীর	কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে হুমাম	৮৬১ হি.	মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
৪০	তাবয়ীনুল হাকায়েক	উছমান ইবনে আলী যায়লায়ী	৭৪৩ হি.	এইচ,এম সাঈদ কোম্পানী, পাকিস্তান
৪১	আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া	মাওলানা শায়খ নিযাম		মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
৪২	গুনয়াতুল মুস্তামলী	আল্লামা ইবরাহিম হালবী		মাকতাবায়ে নু'মানিয়া
৪৩	খুলাছাতুল ফাতাওয়া	তাহের ইবনে আব্দুর রশিদ আল বুখারী		মাকতাবায়ে হক্কানিয়া
৪৪	সিআয়া	আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী	১৩০৪ হি.	মাকতাবায়ে শায়খ হিন্দ, দেওবন্দ

৪৫	আল মুগনী	আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে কুদামা	৬২০ হি.	দারুল কিতাবিল আরাবী
৪৬	আল মাজমূ	ইমাম নববী	৬৭৬ হি.	দারুল ফিক্র
৪৭	আশ শরহুল কাবীর	আবুল ফরয আব্দুর রহমান ইবনে আবু ওমর ইবনে কুদামা মাকদাসী	৬৮২ হি.	দারুল কিতাবিল আরাবী
৪৮	কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবা	আব্দুর রহমান আল জাযীরী		
৪৯	ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব		হাদীস ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ
৫০	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র			ইসলাম পাবলিকেশন্স, রিমিঝিম প্রকাশনী, ঢাকা।

সমাপ্ত